ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-340 ■ 9 September, 2026 ■ আগরতলা ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২২ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দিল্লিতে উল্লাস মেলায় মুখ্যমন্ত্রী

২০২৫-২৬ সালে প্রাথমিক স্তরে শূন্য ড্রপ আউটের রেট অর্জন করেছে ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ জানিয়েছেন, সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মৌলিক সাক্ষরতা শক্তিশালী করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকার ২০২৫-২৬ সালে ড্রপআউট রেট বা বিদ্যালয় ছুটের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনতে সফল হয়েছে এবং আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে এই ড্রপআউট রেট সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও উল্লাস মেলা, ২০২৬ — নতুন দিল্লিতে আয়োজিত কার্যক্রমে বক্তব্য রাখার সময় একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রত্যন্ত এবং গ্রামীণ এলাকার সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে কম নাম নথিভুক্তিকরণের সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য, আমরা খুব কম শিক্ষার্থী থাকা বিদ্যালয়গুলিকে একীভূত/সংযুক্ত করে একলব্য মডেল স্কুলের আদলে অত্যাধুনিক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বাস করেন যে শিক্ষা ও সাক্ষরতা হলো একটি উন্নত ও শক্তিশালী ভারতের ভিত্তি। ২০৪৭ সালের মধ্যে ''বিকশিত ভারত'' গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী চান প্রতিটি শিশু জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং সুযোগ অর্জন করে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুক। সাক্ষরতা শুধু পড়তে ও লিখতে পারার ক্ষমতা নয়; এটি ক্ষমতায়ন, মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ত্রিপুরা মে ২০২২ থেকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে পিটিয়ে খুন মণিপুরের সংগীত শিল্পী

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। দিল্লির কিলোকরি গ্রামে নিজের বাড়ির বাইরে মদ্যপান ও চিৎকার-চেঁচামেচি নিয়ে আপত্তি করায় একদল ডেলিভারি কর্মী ও ধাবা কর্মীর সঙ্গে বচসার পর হামলার শিকার হয়ে মৃত্যু হল মণিপুরের ৫৪ বছর বয়সি সঙ্গীতশিল্পী সি. বিক্রম সিংয়ের। ঘটনায় নাবালক-সহ মোট আটজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, কিলোকরি গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী বিক্রম সিংয়ের ওপর হামলার ঘটনায় সানলাইট কলোনি থানায় একটি পিসিআর কল আসে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে একদল ব্যক্তি মদ্যপান করে উচ্চস্বরে হৈচৈ করছিলেন। বিক্রম সিং তাঁদের আপত্তি জানালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অভিযুক্তরা তাঁকে ঘুষি ও অন্যান্যভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর বিক্রমের ছেলে ইয়াইফাবা তাঁকে দ্রুত হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারের পারফরম্যান্স মাইনাস জিরো ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্য সরকারের পারফরম্যান্সকে 'মাইনাস জিরো' বলে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা মানিক সরকার। বিজেপি সরকার ও তিপরা মথার কার্যকলাপ নিয়ে একের পর এক অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি।

মানিক সরকারের অভিযোগ, বড় বড় বক্তৃতা এবং সরকারি অর্থে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলেও সাধারণ মানুষের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। সরকারের প্রচার ও মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এডিসি পরিচালনা নিয়েও তিপরা মথাকে নিশানা করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, তিপরা মথা এডিসি পরিচালনার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে তিপ্রা মথা ২৪টি আসনে জয় পেলেও এখনও তারা নিজেদের কার্যকরী কমিটি পুরোপুরি গঠন করতে পারেনি বলে দাবি করেন মানিক সরকার।

দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়েও তিপরা মথাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, সময় যত গড়াবে এই রাজনৈতিক সমীকরণ আরও আলগা হবে। বিজেপি ও তিপ্রা মথার সাধারণ সমর্থকদের মধ্যেও অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এডিসি নির্বাচনের আগে বিজেপি ও তিপরা মথার মধ্যে সমঝোতার প্রসঙ্গেও সরব হন বাম নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, অতীতে এডিসি নির্বাচনে দুই দলের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই থাকলেও বর্তমানে নিজেদের রাজনৈতিক সমীকরণ ফের ঠিক জায়গায় আনতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেরও হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা।

মানিক সরকারের বক্তব্য, ত্রিপুরার মানুষ সবকিছু দেখছেন এবং তাঁরা এতটা বোকা নন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে সমন্বয়ের যে চেষ্টা চলছে, তারও সমালোচনা করেন তিনি। এর পাশাপাশি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদের অতীত কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বামফ্রন্ট পরিচালিত এডিসি মানুষের জন্য কাজ করার নজির রেখেছিল।

বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, তিপরা মথার পরিচালিত এডিসি প্রশাসনও গত পাঁচ বছরে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, বামফ্রন্ট পরিচালিত এডিসির অতীত কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে এবারও জনগণের কাছে পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ এবং জনজাতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষকে বামপন্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান মানিক সরকার। বাম নেতৃত্বের আবেদন, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিকার মৃত্যুতে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রেমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। প্রেমিকার মৃত্যুর শোক সামলাতে না পেরে একইভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বামুটিয়া এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল লেফুঙ্গা থানার অধীন মামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় এক যুবতী আত্মহত্যা করেন। পরবর্তীতে জানা যায়, লেফুঙ্গা থানারই নোয়াগাঁও এলাকার বাসিন্দা হৃদয় সরকারের সঙ্গে ওই যুবতীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে পরিবারের দাবি।

এরই মধ্যে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আসে হৃদয় সরকারের পরিবারের পক্ষ থেকে। পরিবারের দাবি, প্রেমিকার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর গভীরভাবে ভেঙে পড়েন হৃদয়। এরপর নিজের ঘরে একইভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের নজরে আসতেই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে সড়ক অবরোধ যুবরাজনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকার অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যুবরাজনগর এলাকার বাসিন্দারা। গত ১০ থেকে ১৫ দিন ধরে এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, পানীয় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজে অনিয়ম এবং স্থানীয়দের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার যুবরাজনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডিডব্লিউএস-এর অধীনে পানীয় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নারায়ণ চৌধুরী নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে দায়সারাভাবে কাজ করছেন। পুরনো পাইপের সঙ্গে নতুন পাইপ জোড়াতালি দিয়ে কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের।

অন্যদিকে, পাইপলাইন বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির পর সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে রাস্তাটি কাদায় পরিণত হয়েছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি যুবরাজনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের যাতায়াতেও সমস্যার সৃষ্টি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেজামারায় আইপিএফটি নেতার উপর হামলার অভিযোগ মথার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াইয়ে এনডিএ শরিকদের মধ্যে ফের উত্তেজনার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার হেজামারা ব্লকের সামনে আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মার উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর আহত স্বপন দেববর্মাকে পুলিশ উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

জানা গেছে, স্বপন দেববর্মা খোয়াইয়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশে যাওয়ার পথে হেজামারা ব্লক কার্যালয়ের সামনে কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি থামান। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া একটি চিঠির প্রতিলিপি হেজামারা ব্লকের রিটার্নিং অফিসারের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই তিনি সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকরা তাঁর গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়। পরিস্থিতি দেখে গাড়িচালক ব্লক কার্যালয়ে থাকা পুলিশকর্মীদের বিষয়টি জানান। এরপর পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে স্বপন দেববর্মাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনেন। স্বপন দেববর্মার অভিযোগ, পুলিশকর্মীদের উপস্থিতিতেই তাঁকে পিছন থেকে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। এতে তাঁর মাথা ফেটে যায় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা এবং মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। হামলার জন্য সরাসরি জোট শরিক তিপ্রা মথার দিকে আঙুল তুলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্বপন দেববর্মা জানান, ঘটনার বিষয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথার মধ্যে এনডিএ জোট গড়ে উঠেছে। তবে এই জোট

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লেফুঙ্গা ব্লকে ১০ ভিলেজ কমিটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মথার প্রার্থীরা জয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে লেফুঙ্গা ব্লকে বড় সাফল্য পেল তিপ্রা মথা। লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত ১০টি ভিলেজ কমিটির সবকটিতেই তিপ্রা মথা মনোনীত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লেফুঙ্গা ব্লকেই এই ফলাফল সামনে এসেছে। ব্লকের অধীন ১০টি ভিলেজ কমিটির কোনওটিতেই তিপ্রা মথা ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেননি।

জানা গেছে, এনডিএ জোটের শরিক বিজেপি ও আইপিএফটি-র পাশাপাশি বিরোধী সিপিআইএম ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও ওই ১০টি ভিলেজ কমিটির জন্য কোনও মনোনয়ন দাখিল করা হয়নি। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিপ্রা মথা মনোনীত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন।

গোটা মনোনয়ন প্রক্রিয়া এবং লেফুঙ্গা ব্লকের ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন লেফুঙ্গা ব্লকের রিটার্নিং অফিসার প্রসেনজিৎ ভৌমিক।

লেফুঙ্গা ব্লকের ১০টি ভিলেজ কমিটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিপ্রা মথার প্রার্থীদের জয়কে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।

সামনেই একদন্ত গণেশের পূজা। তাই মুর্তিপাড়ায় এখন চরম ব্যস্ততা।

চাঁদা নিয়ে হাফলংয়ে ত্রিপুরার চালককে মারধর, টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ সেপ্টেম্বর ।। বিশ্বকর্মা পূজার চাঁদা দেওয়াকে কেন্দ্র করে হাফলং বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক কন্টেনার গাড়ির চালককে মারধর এবং তাঁর কাছ থেকে নগদ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আক্রান্ত চালকের অভিযোগ, চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় একদল যুবক তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করে এবং পরে তাঁর কাছে থাকা নগদ টাকা নিয়ে যায়।

অভিযোগকারী চালক পিন্টু মাইশো দাস কৈলাশহরের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, সোমবার রাতে আগরতলা থেকে একটি কন্টেনার গাড়িতে অনলাইন সামগ্রী নিয়ে শিলচরের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন তিনি। হাফলং বাজারের কাছে পৌঁছালে কয়েকজন যুবক তাঁর গাড়ি থামিয়ে বিশ্বকর্মা পূজার চাঁদা দাবি করেন বলে অভিযোগ।

পিন্টুর বক্তব্য, তিনি আগেই চাঁদা দিয়েছেন বলে জানিয়ে পুনরায় চাঁদা চাওয়ার কারণ জানতে চান। এরপরই তাঁকে ফের চাঁদা দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে প্রায় ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল তাঁকে মারধর করে বলে অভিযোগ তাঁর।

পিন্টুর আরও দাবি, গাড়ির লাইন খরচ বাবদ তাঁর কাছে প্রায় ২২ হাজার টাকা ছিল। এর মধ্যে প্রায় ৬ হাজার টাকা জ্বালানি বাবদ খরচ হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট নগদ টাকা তাঁর কাছে ছিল। অভিযোগ, মারধরের পর ওই টাকা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যায় যুবকদের দল।

ঘটনার পর রাতেই তিনি পুলিশকে বিষয়টি জানান বলে দাবি করেন পিন্টু। তবে তাঁর অভিযোগ, ঘটনার প্রায় ১২ ঘণ্টা পরেও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত বা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে তাঁকে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। এদিকে সংবাদমাধ্যমের সামনে একটি রসিদও দেখান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীনগরে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ সেপ্টেম্বর ।। পোয়াংবাড়ি আরডি ব্লকের অন্তর্গত শ্রীনগরের আমলকি পাড়ায় এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম প্রসেনজিত চক্রবর্তী (২৮)।

জানা যায়, গতকাল শ্রীনগর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পর রাত আনুমানিক ১০টা ১২ মিনিট নাগাদ বাড়ির ভিতরে প্রসেনজিতকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে তাঁকে শ্রীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএমজিপি ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। পিএমইজিপি ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আটক ব্যক্তির নাম মনোজ কুমার দে। তাঁর বাড়ি কৈলাসহরে।

অভিযোগ, বিভিন্ন ব্যক্তিকে পিএমইজিপি লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করতেন মনোজ কুমার দে। শুধু কৈলাসহর নয়, বর্তমানে আগরতলা শহরসহ অন্যান্য এলাকাতেও একইভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, এর আগেও কৈলাসহর এলাকায় পিএমইজিপি ঋণ দেওয়ার কথা বলে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে, মনোজ কুমার দে-র বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিহত নাবালিকার নাম ডি সম্পারি ত্রিপুরা (১৩)। সে স্থানীয় পিএম শ্রী বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্পারি সাব্রুম মহকুমার ইস্ট লুডুয়ার নতুন পুনর্বাসন কলোনির বাসিন্দা তথা এসপিও জওয়ান কিশোর ত্রিপুরার কন্যা। সে সাব্রুমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বিশ্বজিৎ বসাকের বাড়িতে ভাড়া থাকত। জানা গেছে, ঘটনার আগের রাতে সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করেছিল। সেখান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার বছরেও চালু হয়নি হিমঘর, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর ।। কৃষক ও সবজি ব্যবসায়ীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে প্রায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল একটি বিজ্ঞানসম্মত হিমঘর। কিন্তু নির্মাণের প্রায় চার বছর পেরিয়ে গেলেও আজও চালু হয়নি গুরুত্বপূর্ণ এই পরিকাঠামো। ফলে সরকারের অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দা, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা।

পূর্ব রামচন্দ্রঘাট বাজারে সবজি ব্যবসায়ী ও স্থানীয় কৃষকদের সুবিধার জন্য এই হিমঘরটি নির্মাণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, কৃষক ও ব্যবসায়ীরা যাতে উৎপাদিত সবজি এবং অন্যান্য পচনশীল কৃষিপণ্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। এর ফলে একদিকে যেমন ফসল নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা, অন্যদিকে তেমনি ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণও কমার কথা।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণের পর প্রায় চার বছর কেটে গেলেও হিমঘরটি আজ পর্যন্ত কার্যত চালুই হয়নি। একদিনের জন্যও সেখানে সবজি সংরক্ষণের সুযোগ পাননি কৃষক বা ব্যবসায়ীরা। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই পরিকাঠামোটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে অভিযোগ।

কৃষক ও ব্যবসায়ীদের দাবি, হিমঘরটি সঠিকভাবে চালু করা গেলে উৎপাদিত সবজি সংরক্ষণ করে বাজারদরের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে তা বাজারজাত করা সম্ভব হতো। এতে কৃষকদের ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিও অনেকটা কমত।

স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন, সরকারি অর্থে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো যদি ব্যবহারের সুযোগই না পায়, তাহলে সেই অর্থ ব্যয়ের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে? তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হিমঘরটি চালু করার বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব রামচন্দ্রঘাটের সাধারণ মানুষ, কৃষক ও সবজি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দ্রুত হিমঘরটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
২২ ভাদ্র, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানকে আরও জোরদার করিতে ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকার সামরিক সরঞ্জাম কিনিবার ঐতিহাসিক প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দিয়াছে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্বাধীন ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল।এই বিশাল বরাদ্দের প্রায় ৯৮ শতাংশ কেনাকাটাই করা হইবে ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্প থেকে। এর ফলে বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভরতা বহুলাংশে কমিবে এবং দেশীয় উৎপাদন ক্ষেত্র এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক গতি পাইবে। ওতিন বাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে একাধিক অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য এই প্রাথমিক প্রশাসনিক সম্মতি দেওয়া হইয়াছে। নৌঘাঁটিগুলির পুরনো এয়ার রুট সার্ভেইল্যান্স রাডার বদলাইয়া এই অত্যাধুনিক রাডার বসানো হইবে।যুদ্ধজাহাজ চালানোর এই বিশেষ প্রোপালশন সিস্টেমটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হইবে, যাহা বিদেশি নির্ভরতা কমাইবে। সেনার সমস্ত স্তরে পুরনো কাগজের তৈরি পরিচয়পত্র বা পাস ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া চালু হইতেছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ভিত্তিক স্মার্ট কার্ড সিস্টেম, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'ডেফস্যাক'। কেন্দ্রীয় সরকারের এই মেগা প্রতিরক্ষা চুক্তি ভারতের সামরিক বাহিনীকে যেমন একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করিবে, তেমনই দেশের অভ্যন্তরে "মেক ইন ইন্ডিয়া" প্রকল্পকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়া যাইবে।

দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা আরও শক্তিশালী করিবার পথে ভারত ফের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিল। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল বা ডিএসির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে।এই বিপুল অর্থের মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশই দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের কাছ থেকে সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যয় করা

হইবে। ফলে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগও আরও বড় মাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাইবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে বসা ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিলের বৈঠকে এই প্রস্তাবগুলিতে অনুমোদন দেওয়া হয়। তিন বাহিনীর জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'অ্যাকসেপ্টেন্স অব নেসেসিটি' দেওয়া হয়। এর ফলে স্থল, জল এবং বায়ু তিন ক্ষেত্রেই সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পথ আরও প্রশস্ত হইল।অনুমোদন পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামগুলির মধ্যে রহিয়াছে কেমিক্যাল বায়োলজিক্যাল রেডিওলজিক্যাল অ্যান্ড নিউক্লিয়ার বা সিবিআরএন রেকি ভেহিকেলস, হাই মোবিলিটি ভেহিকেলস বা এইচএমভি, সেলফ-প্রোপেলড মেকানিক্যাল মাইন লেয়ার্স বা এমএমএল, অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার বা এএলএইচ, ট্রল ট্যাঙ্ক এবং অল-টেরেন ব্রিজ সিস্টেম। রাসায়নিক বা পরমাণু অস্ত্রের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা শনাক্ত করা এবং সেগুলির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কাজে সিবিআরএন রেকি ভেহিকেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে। অন্যদিকে, দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল কিংবা ঘন জঙ্গলঘেরা এলাকায় দ্রুত সেনা ও প্রয়োজনীয় রসদ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে হাই মোবিলিটি ভেহিকেল কার্যকর হইয়া উঠিবে। একই সঙ্গে জল ও স্থলদুই ধরনের ভূখণ্ডেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বত্র ব্যবহারযোগ্য ব্রিজ সিস্টেম এবং ট্রল ট্যাঙ্ক স্থলবাহিনীর সক্ষমতা আরও বাড়াইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। নৌবাহিনীর ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। নৌবাহিনীর এয়ার স্টেশনগুলিতে পুরনো এয়ার রুট সার্ভেইল্যান্স রাডারের পরিবর্তে আধুনিক "অরুন্ধরা" রাডার বসানো হইবে। এর ফলে সমুদ্র ও উপকূলীয় আকাশসীমায় নজরদারি আরও শক্তিশালী হইবে। এ ছাড়া দেশীয় প্রযুক্তিতে মেরিন গ্যাস টারবাইন তৈরি ও সংগ্রহের প্রস্তাবেও অনুমোদন দিয়াছে ডিএসি। ভারতীয় বায়ুসেনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। ফাইটার জেট, ট্রান্সপোর্ট প্লেন এবং হেলিকপ্টারগুলির যুদ্ধকালীন কার্যক্ষমতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। এর মধ্যে শত্রুপক্ষের রাডারকে নিষ্ক্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে গ্রাউন্ড-বেসড মাল্টি-পারপাস জ্যামার বা জিবিএমপিজে সংগ্রহের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও স্বনির্ভর করিয়া তোলার এই দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ শুধু তিন বাহিনীর আধুনিকীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। এর মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রেও বড় ধরনের অর্থনৈতিক গতি তৈরি হইবে বলিয়ি মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

ধলাই নদীর ভাঙনে নদীগর্ভে বহু কৃষিজমি, উদাসীনতার অভিযোগ জলসম্পদ দপ্তরের বিরুদ্ধে

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: কমলপুর শহর সংলগ্ন ধলাই নদীর তীরে অবস্থিত হালহুলী দশমী ঘাট এলাকায় নদী ভাঙনের ফলে একের পর এক কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। ভাঙন রোধে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ধলাই নদীর ভাঙনের বিষয়টি কমলপুর জলসম্পদ দপ্তরকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত দপ্তরের আধিকারিকদের তেমন কোনও তৎপরতা চোখে পড়েনি। ফলে দিন দিন ভাঙনের তীব্রতা বাড়ছে এবং নদীর তীরবর্তী কৃষিজমি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জানা গেছে, প্রায় এক মাস আগে টানা বৃষ্টির জেরে ধলাই নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। নদীর জল বাড়তে থাকায় হালহুলীর নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হয়ে পড়ে। সেই সময় নদীর স্রোতের প্রবল চাপেও বিভিন্ন অংশে ভাঙন দেখা দেয়। বর্তমানে ভাঙনের ফলে বহু কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে গেছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এদিকে, হালহুলী এলাকায় প্রতিমা বিসর্জনের সুবিধার জন্য সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যয় করে একটি আধুনিক দশমী ঘাট নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নদী ভাঙনের কারণে সেই ঘাট সংলগ্ন এলাকাতেও এখন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দশমী ঘাট ও সংলগ্ন কৃষিজমি রক্ষায় অবিলম্বে নদীর পাড়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জলসম্পদ দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

কেমব্রিজের ইতিহাস বদলানো এক সকাল

সাজিদুর রহমান

১৯৫০-এর দশকের শেষ দিক। জীববিজ্ঞান তখন এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বড় বড় কিছু রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সমাধানগুলোই আবার জন্ম দিচ্ছে আরও জটিল সব প্রশ্ন। ১৯৪৪ সালে ওসওয়াল্ড এভেরি, কলিন ম্যাকলিওড এবং ম্যাকলিন ম্যাককার্টি প্রমাণ করেছিলেন, ডিএনএ বংশগতির বাহক। এরপর ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক উন্মোচন করেন ডিএনএর ডাবল হেলিক্স গঠন। ১৯৫৮ সালে ম্যাথিউ মেসেলসন এবং ফ্র্যাঙ্কলিন স্টাহল দেখিয়েছেন, ডিএনএ কীভাবে নিজের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করে। সব জানা হলো, তবু একটি মৌলিক প্রশ্ন পাহাড়ের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলডিএনএর পাতায় লেখা সেই নির্দেশগুলো বাস্তবে কীভাবে রক্তে-মাংসে প্রোটিন হয়ে ধরা দেয়?

বিজ্ঞানীরা জানতেন, প্রোটিন তৈরির আসল কারখানা কোষের সাইটোপ্লাজমে থাকা ক্ষুদ্র কণা রাইবোজোম। ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জর্জ প্যালাড ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কণাগুলো শনাক্ত করেন। আরও জানা ছিল, এই রাইবোজোমের ভেতরে আরএনএ এবং প্রোটিন উভয়ই থাকে। এই তথ্য থেকেই তখন বিজ্ঞানীদের মাথায় একটা সহজ কিন্তু ভুল ধারণা জেঁকে বসল। জর্জ গ্যামোর মতো তাত্ত্বিকেরা তখন ভাবতে শুরু করলেন, হয়তো জিন থেকে তৈরি হওয়া আরএনএ গিয়ে রাইবোজোমের স্থায়ী অংশ হয়ে যায়। তারপর সেই রাইবোজোমটি কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরির জন্য বিশেষায়িত হয়ে ওঠে। বিষয়টা অনেকটা এমন: প্রতিটি রাইবোজোম যেন একেকটি আলাদা কারখানা, যারা কেবল একটি নির্দিষ্ট নকশা নিয়েই আজীবন কাজ করে যাবে।

শুরুর দিকে এই ধারণাটা কিন্তু বেশ জুতসই মনে হয়েছিল। রাইবোজোম নিজেই এক জটিল কাঠামো; সেখানে যেহেতু আগে থেকেই আরএনএ আছে, তাই জিনের বার্তা সেখানে স্থায়ীভাবে যুক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গোল বাধল পরীক্ষার ফলাফল মেলাতে গিয়ে। ১৯৪৪ সালে ওসওয়াল্ড এভেরি, কলিন ম্যাকলিওড এবং ম্যাকলিন ম্যাককার্টি প্রমাণ করেছিলেন, ডিএনএ বংশগতির বাহক।

পাস্তুর ইনস্টিটিউটের তিন দিকপাল বিজ্ঞানী জ্যাক মোনো, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব এবং আর্থার পার্ডি বাস্তবে দেখলেন অন্য চিত্র। কোষ অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে নতুন প্রোটিন তৈরি করতে পারে। পরিবেশ সামান্য বদলালেই প্রোটিন তৈরির ধুম পড়ে যায়। প্রতিটি নতুন জিনের জন্য যদি আলাদা করে রাইবোজোম কারখানা বানাতে হতো, তাহলে অনেক সময় লাগত! রাইবোজোম নিজে এত জটিল যে তাকে হুট করে বানিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। অথচ কোষের কাজ চলছিল বিদ্যুৎগতিতে।

আরেকটি মজার বিষয় বিজ্ঞানীদের নজরে এল। বিভিন্ন অবস্থায় তৈরি হওয়া রাইবোজোমগুলোর গঠন বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তাদের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, আলাদা আলাদা বিশেষায়িত রাইবোজোমের কোনো প্রমাণ মিলল না। বরং একই রাইবোজোম বিভিন্ন জিনের প্রোটিন তৈরি করতে পারছে। এর মানে দাঁড়াল, রাইবোজোম হয়তো নিজে কোনো নির্দেশ বহন করে না; সে কেবল একটি আজ্ঞাবহ যন্ত্র।

এই দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানীদের মনে একধরনের অস্থিরতা তৈরি করল। রাইবোজোম যদি নির্দেশ না দেয়, তবে সেই নির্দেশ আসে কোথা থেকে? ডিএনএ তো থাকে নিউক্লিয়াসে, আর রাইবোজোম সাইটোপ্লাজমে। এই দুই ভিন্ন মেরুর মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান হয় কীভাবে? মাঝখানে কি কোনো অস্থায়ী সেতু রয়েছে? বিজ্ঞানী জ্যাক মোনো এবং ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের এই বিজ্ঞানীরা জিন নিয়ন্ত্রণ ও অপেরন ধারণার ভিত্তি নির্মাণ করেন ধীরে ধীরে এক নতুন বৈপ্লবিক চিন্তার উদয় হলো। সিডনি ব্রেনার এবং ফ্রান্সিস ক্রিক উপলব্ধি করলেন, রাইবোজোম একটি সাধারণ অনুবাদক যন্ত্র, যা যেকোনো বার্তা পড়তে সক্ষম। নির্দেশের নির্দিষ্টতা আসে বার্তার উৎস থেকে, যন্ত্র থেকে নয়। অর্থাৎ জিন থেকে কোনো এক ক্ষণস্থায়ী অণু তৈরি হয়, যা ডিএনএর তথ্য নিয়ে রাইবোজোমে পৌঁছে দেয় এবং কাজ শেষ হওয়ামাত্রই ভেঙে যায়। সে স্থায়ী নয়, কিন্তু প্রাণের স্পন্দন টিকিয়ে রাখতে সে অপরিহার্য।

এই ধারণাটি তখনো পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়নি ঠিকই, কিন্তু এটি বিজ্ঞানীদের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। রাইবোজোমকে বিশেষায়িত কারখানা ভাবার ভুলটা ভাঙতেই জীবনের তথ্যপ্রবাহের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। এই ক্ষণস্থায়ী বার্তাবাহকের খোঁজই শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে গেল সেই বহুল প্রতীক্ষিত মেসেঞ্জার আরএনএ আবিষ্কারের দিকে।

সিডনি ব্রেনার এবং ফ্রান্সিস ক্রিক উপলব্ধি করলেন, রাইবোজোম একটি সাধারণ অনুবাদক যন্ত্র, যা যেকোনো বার্তা পড়তে সক্ষম। নির্দেশের নির্দিষ্টতা আসে বার্তার উৎস থেকে, যন্ত্র থেকে নয়।

ফ্যাক্টর এক্স: জিনের অদৃশ্য ছায়া

জিন কীভাবে কোষে এনজাইম বা প্রোটিন তৈরির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, সেই পরীক্ষা থেকে আমরা এক গভীর রহস্যের ইঙ্গিত পাই। যখন একটি জিন এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্যটিতে প্রবেশ করল, তখন দেখা গেল ল্যাকটোজ ভাঙার এনজাইম তৈরির প্রক্রিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে। কোষের কোনো বাড়তি প্রস্তুতিরই দরকার পড়ল না। যেন জিন এল, নির্দেশ দিল, আর ওদিকে কাজ শুরু হয়ে গেল! এই 'সঙ্গে সঙ্গেই' শব্দটির ভেতরেই লুকিয়ে ছিল বিজ্ঞানের এক বিশাল ধাঁধা। প্রতিটি নতুন জিনের জন্য যদি কোষে আলাদা করে বিশেষায়িত রাইবোজোম (প্রোটিন তৈরির কারখানা) তৈরি করতে হতো, তাহলে অনেক সময় লাগত। কারণ রাইবোজোম কোনো মামুলি জিনিস নয়; এটি অত্যন্ত জটিল কাঠামো। জিন আসার পর যদি নতুন রাইবোজোম তৈরির জন্য বসে থাকতে হতো, তাহলে প্রোটিন উৎপাদনে একটা লম্বা বিরতি দেখা যেত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না।

এই পর্যবেক্ষণটি ফ্রাঁসোয়া জ্যাকবকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলল। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা হয়তো রাইবোজোমের ভূমিকা এত দিন ভুল বুঝেছি। রাইবোজোম কোনো নির্দিষ্ট প্রোটিনের জন্য তৈরি আলাদা কোনো কারখানা নয়। বরং এটি হতে পারে একটি সাধারণ অনুবাদক যন্ত্র, যা আগে থেকেই কোষে তৈরি থাকে এবং যেকোনো নির্দেশ এলেই তা পড়তে পারে। তাহলে আসল প্রশ্ন দাঁড়াল, সেই নির্দেশটি আসলে কোথা থেকে আসে? ডিএনএ তো নিউক্লিয়াসে বন্দী থাকে, আর প্রোটিন তৈরি হয় সাইটোপ্লাজমে। মাঝখানে কোনো সেতু না থাকলে এই যোগাযোগ তো অসম্ভব! রাইবোজোম কোনো মামুলি জিনিস নয়; এটি অত্যন্ত জটিল কাঠামো। জিন আসার পর যদি নতুন রাইবোজোম তৈরির জন্য বসে থাকতে হতো, তাহলে প্রোটিন উৎপাদনে একটা লম্বা বিরতি দেখা যেত। জ্যাকব কল্পনা করলেন, জিন ও প্রোটিনের মাঝখানে নিশ্চয়ই একটি মধ্যবর্তী অণু আছে। এটি ডিএনএ থেকে তথ্য নকল করে রাইবোজোমে পৌঁছে দেয়। তবে এই অণুটি কোষে স্থায়ীভাবে পড়ে থাকতে পারে না। কারণ এটি যদি স্থায়ী হতো, তবে কোষের প্রতিক্রিয়া এত দ্রুত বদলাতে পারত না। অর্থাৎ এটি এমন এক অণু, যাকে দ্রুত তৈরি হতে হবে, দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে এবং কাজ শেষে দ্রুত ভেঙেও যেতে হবে। এই রহস্যময় অণুটির কোনো হদিস তখনো মেলেনি। তাই জ্যাকব এর নাম দিলেন ফ্যাক্টর এক্স। এই নামের ভেতরেই ছিল এক অনিশ্চয়তা। এটি কোনো দৃশ্যমান অণু নয়, বরং ঘটনার যুক্তি মেলাতে গিয়ে তৈরি করা এক কাল্পনিক সেতু। কিন্তু বিজ্ঞান তো কেবল কল্পনায় থেমে থাকে না; কল্পনাকে প্রমাণে রূপ দিতে হয়। পাজামো পরীক্ষা (জ্যাক মোনো, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব ও আর্থার পার্ডির পরীক্ষাকে সংক্ষেপে বলে পাজামো) তাই কেবল জিনের অন-অফ সুইচের গল্প ছিল না; এটি এমন এক প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল, যার উত্তর খুঁজতে গিয়ে পুরো জীববিজ্ঞানের কাঠামোই বদলে যাওয়ার উপক্রম হলো। যদি ফ্যাক্টর এক্স সত্যিই থেকে থাকে, তবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তার রাসায়নিক গঠন কী? সে কোথায় তৈরি হয়? কতক্ষণ টিকে থাকে? রাইবোজোমের সঙ্গেই তার সম্পর্ক কী?

জ্যাকব রহস্যময় অণুটির নাম দিলেন ফ্যাক্টর এক্স। এই নামের ভেতরেই ছিল এক অনিশ্চয়তা। এটি কোনো দৃশ্যমান অণু নয়, বরং ঘটনার যুক্তি মেলাতে গিয়ে তৈরি করা এক কাল্পনিক সেতু। এই প্রশ্নগুলোই বিজ্ঞানীদের নতুন এক দিগন্তের দিকে ঠেলে দিল। ফ্যাক্টর এক্স তখনো কোষে এক অদৃশ্য বাতাসের মতো; তার প্রভাব বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। ঠিক যেন কোনো ঘরে বাতাস বইছে, কিন্তু জানালাটা কোথায়, কেউ জানে না। বিজ্ঞানীরা তখন সেই জানালাটিরই সন্ধান শুরু করলেন। আর সেই অনুসন্ধানই তাঁদের নিয়ে গেল ভাইরাস বা ফেজ সংক্রমণের গবেষণায়, যেখানে প্রথমবারের মতো দেখা মিলল এক ক্ষণস্থায়ী আরএনএর, যা হুট করে তৈরি হয় এবং কাজ শেষে নিভে যায়। পাজামো পরীক্ষা সরাসরি মেসেঞ্জার আরএনএ আবিষ্কার করেনি ঠিকই, কিন্তু এটি সেই প্রশ্নটি তৈরি করে দিয়েছিল, যা ছাড়া ১৯৬০ সালের কেমব্রিজের সেই ঐতিহাসিক আলোচনা কখনোই সম্ভব হতো না। জিনের সেই অদৃশ্য বার্তাবাহক এমআরএনএর ধারণা এভাবেই ধীরে ধীরে ডানা মেলতে শুরু করল। সংক্রমণের পর ভাইরাসের ডিএনএ যখন কোষের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়, তখন ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব কাজকর্ম সব লাটে ওঠে। কোষটি তখন হয়ে যায় ভাইরাসের আজ্ঞাবহ দাস। ফেজ সংক্রমণ ও অস্থায়ী আরএনএ পাজামো পরীক্ষার পর যখন জিন ও প্রোটিনের মাঝখানে একটি অস্থায়ী সেতুর সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেছেন, ঠিক তখনই ১৯৫৬ সালের একটি পুরোনো গবেষণার কথা তাঁদের মনে পড়ে যায়। এলিয়ট ভোলকিন এবং লাজারাস অ্যাস্ট্রাচান তখন ব্যাকটেরিওফেজ টি-টু নামক ভাইরাস নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁদের সেই কাজ সরাসরি মেসেঞ্জার শব্দটি উচ্চারণ না করলেও পরবর্তীকালে দেখা যায়, তাঁরা আসলে আধুনিক জীববিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রহস্যটিরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

ভোলকিন ও অ্যাস্ট্রাচান দেখছিলেন, যখন একটি ভাইরাস ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে, তখন কোষের ভেতরে ঠিক কী ঘটে। সংক্রমণের পর ভাইরাসের ডিএনএ যখন কোষের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়, তখন ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব কাজকর্ম সব লাটে ওঠে। কোষটি তখন হয়ে যায় ভাইরাসের আজ্ঞাবহ দাস। তাঁরা লক্ষ করলেন, সংক্রমণের ঠিক পরপরই কোষে একধরনের নতুন আরএনএ তৈরি হচ্ছে। এই আরএনএর মধ্যে দুটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল: ১. এর রাসায়নিক গঠন ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএর সঙ্গে মেলে না, বরং হুবহু ভাইরাল ডিএনএর মতো। ২. এই আরএনএ অণুটি কোষের অন্যান্য উপাদানের মতো স্থায়ী নয়। এটি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তৈরি হয় এবং কাজ শেষে খুব দ্রুত ভেঙে যায়। তৎকালীন বিজ্ঞানীরা রাইবোজোম নিয়ে এত বেশি মগ্ন ছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী আরএনএর গুরুত্ব তখন কেউ সেভাবে বুঝতেই পারেননি। সবার ধারণা ছিল, রাইবোজোমাল আরএনএই বোধ হয় জিনের স্থায়ী নির্দেশ। ফলে ভোলকিন- অ্যাস্ট্রাচানের এই পর্যবেক্ষণটি তখন শুধু একটি বায়ো-কেমিক্যাল তথ্য হিসেবেই ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল।

লেখক: শিক্ষার্থী, রসায়ন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র: নেচার, প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস, ভাইরোলজি, কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি প্রেস এবং জার্নাল অব মলিকুলার বায়োলজি।

অনন্য সত্যজিৎ

সত্যজিৎ রায়ের সুবিশাল কাজের পরিধির এক ক্ষুদ্র বৃত্তান্ত। সুখেন বিশ্বাস

গতসংখ্যার পর— রবীন্দ্র কাহিনি অবলম্বনে সত্যজিতের আরও একটি ছবি 'চারুলতা' (১৯৬৪)। 'নষ্টনীড়' গল্পে দেখা গেছে চারুর জীবন তৃষ্ণাকে আড়ালেই রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সত্যজিৎ তাকে সকলের সামনে তুলে ধরলেন। গল্পের শুরুতে দেখা গেছে চারু স্বামীসুখ বঞ্চিত,অবহেলিত নারী। ভূপতি কখনও বোঝেনি ভালোবাসারও একটা আলাদা দিক আছে। তাই চারুর কাছে অমল এত প্রিয়। সত্যজিৎ সাহিত্যের এইসব জায়গায় ভাষা দিয়েছেন। ফলত চারু ও অমলের সম্পর্ক দর্শকরা সরাসরি দেখেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বোঝাতে সত্যজিত একটি নৈশ দৃশ্য এনেছেন।আবার চারু ও অমলের মনের মিল দেখানোর জন্যেই এসেছে বঙ্কিমপ্রীতি (আনন্দমঠ প্রসঙ্গ)। রবীন্দ্রনাথের মতো সত্যজিৎও ভূপতিকে চারু অমল সম্পর্কের এজেন্ট বানিয়েছেন। নারী চরিত্রের শৈশব কৈশোর,তারুণ্য সবই চারুর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন সত্যজিৎ। প্রেম,বিশ্বাস,নিষ্ঠুরতা, হতাশা সব মিলেমিশে সঙ্গীতের মতো হয়ে গেছে 'চারুলতা'য়। সত্যজিতের ফিল্মি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের চারুলতা অনেক বেশি জীবন্ত হয়েছে।তাই বোধহয় 'চারুলতা' ছবির বিজ্ঞাপনে সত্যজিৎ লে-আউট করে লিখেছিলেন 'সত্যজিৎ রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি'।

রবীন্দ্র কাহিনির আরও একটি সংযোজন 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৪)। ছবিটি স্বদেশী ভাবনার উপরেই চিত্রায়িত। স্বদেশী আন্দোলনের নেতিবাচক দিককে কোনওদিনই সমর্থন করেননি তিনি ফলে ছবিটির শুরুই হয়েছে আগুন দিয়ে। শেষে বিমলার সিঁদুরের টিপ মুছে গেছে কপাল থেকে,রঙিন শাড়ি পাল্টে হয়েছে সাদা থান। নিখিলেশ কিন্তু তত্ত্ব ঝেড়ে ফেলে মানুষের মধ্যে থেকেই নিজেকে পার করেছে। সত্যজিৎ উপন্যাসকে টপকে নিখিলেশ — বিমলার ঘরে সন্দীপকে নিয়ে এসেছেন।অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনে নিয়ম ভেঙেছে সন্দীপ।তাই ঘরের বউকে বাইরে বের করিয়ে সত্যজিৎ ছবিটিরও নামকরণ করেছেন 'ঘরে- বাইরে'। ক্লাসিক কাহিনি নিয়ে তৈরি সত্যজিতের আরেকটি বিখ্যাত ছবি 'মহানগর' (১৯৬৩)। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অবতরণিকা' গল্পের মূল কাহিনি থেকে অনেকটাই সরে ছবি বানিয়েছিলেন তিনি। গল্পে সুব্রত(স্বামী) ছিল প্রধান চরিত্র। কিন্তু সত্যজিৎ করলেন আরতিকে (স্ত্রী)। ছবিটি কিন্তু মোটেও নারীমুক্তির নয় বরঞ্চ বাড়ির সকলকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে চলার। তাই একটি সংকটেই শেষ পর্যন্ত আরতি সুব্রত পরস্পর পরস্পরের কাছে এসেছে। মহানগরের (কলকাতা) রাস্তায় দুজনেই বেরিয়েছে কাজের সন্ধানে। "গণশত্রু'র ডাক্তারের মতো আরতির ঋজুতা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

'চিড়িয়াখানা' (১৯৫৭) ছবিতে প্রচলিত ভাবনা থেকে সরে এলেন সত্যজিৎ রায়। এটি ছিল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনি। ব্যোমকেশ বক্সির রহস্য উদঘাটন মোটেও গতানুগতিকতাকে ছাড়িয়ে যায়নি। ফলে ছবির শেষে অপরাধী চিহ্নিত করার বিষয়টি বড় একঘেয়েমি মনে হয়েছে।এই ছবিতে সত্যজিতের নিজের লেখা একটা গান 'ভালোবাসার তুমি কি জানো' ব্যবহৃত।

চিড়িয়াখানা ছবি দর্শকদের গোয়েন্দা রস দিতে ব্যর্থ হলেও নিজের লেখা দুটো গোয়েন্দা কাহিনিতে কিন্তু সত্যজিৎ সার্থক। সেই দুটি ' সোনার কেল্লা' (১৯৭৪) ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ ' (১৯৭৮)। দুটি ছবির কাহিনিই গোয়েন্দা গল্প আকারে সন্দেশ- এ প্রকাশিত হয়েছিল। ফেলু মিত্তির ব্যোমকেশের সার্থক উত্তরসুরি হলেও এই ছবি দুটিতে ফেলুদা ব্যোমকেশকে ছাড়িয়ে গেছে। সোনার কেল্লা ছবিতে জাতিস্মর তত্ত্বকে টপকে মুখ্য হয়েছে গোয়েন্দারস। সত্যজিৎ যে কখনওই পরজন্মে বিশ্বাস করতেন না , তা অনুমান করা যায় 'নায়ক' ছবিতে জ্যোতি ও অরিন্দমের কথাবার্তায় আর কমিক রিলিফ হিসাবে লালমোহনবাবু আলাদা মাত্রা এনেছে ছবিতে। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবিতে তো হেঁয়ালি,চুরি, গোয়েন্দা রস,খুন-খারাপি সব একাকার হয়ে গেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিকৃত হচ্ছে,দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে এই ব্যাপারটা সত্যজিৎ একেবারেই মেনে নেননি।তাই ধর্মের আড়ালে গড়ে ওঠা পাপকে ফেলুদা শাস্তি দিয়েছে। মগনলালের শাস্তি আসলে গোয়েন্দাগিরির নতুন মজাও বটে। সত্যজিৎ রায়ের একই ঘরানার ছবি মূলত তিনটি। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৭০), 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭০) ও 'সীমাবদ্ধ ' (১৯৭১)। প্রথম দুটির কাহিনীকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,শেষেরটির শংকর। তিনটে ছবিই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর নান্দনিক রূপ। সমসাময়িক জীবন যন্ত্রণা,বিশেষ করে যুবক-যুবতিকে যেভাবে দ্বিধায় ফেলে দেয় তারই বলিষ্ঠ চিত্ররূপ 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। উপন্যাস থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন সত্যজিৎ। কারণ নর নারীর নগ্ন নাচ সুনীলের উপন্যাসে ছিল। কিন্তু ছবিটিতে সত্যজিৎ নগ্নতার বদলে যুবকদের উদ্দাম নাচ দেখিয়েছেন ঠিকই,তবে সেটা জয়া-অপর্ণাদের কাছে। উপন্যাসে যুবকদের নিরুদ্দেশ যাত্রাকেও সত্যজিৎ চালিত করেছেন অভিষ্ট পথে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধার্থের লড়ে যাওয়ার গল্প। শেষে সত্যজিৎ চিরদিনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু কখনওই ধ্বংসাত্মক দিককে গ্রহণ করেননি,তার ইতিবাচক মন নকশাল আন্দোলনের ভাবাবেগকে স্পর্শ করলেও সত্যজিতের অপূর্ব মুন্সিয়ানায় কলকাতার সবকিছুই যেন রূপান্তরিত হয়েছে সিদ্ধার্থর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর এখানেই ছবিটির সার্থকতা। প্রতিদ্বন্দ্বীর বিপরীত মেরু যেন সীমাবদ্ধ। কারণ এই ছবির নায়ক শ্যামলেন্দু জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে নিজের আদর্শকেও জলাঞ্জলি দিতে চেয়েছে। ন্যায়নীতি, আদর্শ বা আন্তরিকতা নয়,স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মানুষের জীবন ভাবনা ছিল চাকরির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই শেষ দৃশ্যে শ্যামলেন্দু কোম্পানির ডিরেক্টর হয়ে সিঁড়ি উপরে ওঠার সময় একমাত্র সঙ্গী হয়েছে তারই পায়ের শব্দ। এই পর্বের আরও একটি ছবি "জনঅরণ্য" (১৯৭৫)। শংকরের কাহিনি নিয়ে সত্যজিতের দ্বিতীয় ছবি।এখানে যেন সত্যজিৎ নির্মম সমালোচকের ভূমিকায় ক্ষয়ে যাওয়া কলকাতার নগর জীবনের ছবিকে তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করেছেন। সামনে রেখেছেন সোমনাথকে। এই ছবিতে দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, উদ্বাস্তু সবই আছে। কিন্তু সত্যজিৎ দেখাতে চাইলেন কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে আমরা অসাড় হয়ে যাচ্ছি , তা ক্রমশই আমাদের জীবনে ভয়াবহতাই নিয়ে আসছে। সত্যজিৎ ছবিতে যেন তারই প্রতিবাদ করলেন।এরই সঙ্গে দুটো ছবি করে নিলেন সত্যজিৎ। একটি মুন্সি প্রেমচাঁদের লেখা 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ী' (১৯৭৭)এবং ইবসনের কাহিনি অবলম্বনে 'গণশত্রু'(১৯৮৯)।প্রথম ছবিটিতে অযোধ্যার ক্রমপতনকে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে,তাতে সত্যজিৎ ইতিহাসকে চেপে গেছেন বলেই সমালোচকরা মনে করেছেন। এই ছবিতে রাজ বীরত্বের থেকে পুরনো লখনউয়ের ছবি,চমৎকার মনে হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে তিনি নিপুণভাবে ইবসনের বিদেশিয়ানা খসিয়ে দেশি ইমেজ তুলে ধরেছেন। কারণ মন্দিরের চরণামৃত খেয়ে অসুস্থ হওয়ার ব্যাপারটা পশ্চিমবাংলারই কোনও গ্রামের ঘটনা। মনে হয়েছে ছবিতে সততার সঙ্গে নোংরা রাজনীতির দ্বন্দ্ব এই ছবিতে স্বচ্ছ। মানবিক অবক্ষয়,ধর্মীয় সংস্কার, বিজ্ঞান বিমুখতা সবকিছুতেই শেষ পর্যন্ত জয়ী ডাক্তার গুপ্ত ,সত্যজিৎও। ভূত, রূপকথা মিলিয়ে-জুলিয়ে সত্যজিতের আরও দুটো ছবি "গুপী গাইন বাঘা বাইন" (১৯৬৯) এবং 'হীরক রাজার দেশে' (১৯৮০)। প্রথমটির কাহিনিকার ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। পরেরটি সত্যজিৎ নিজে।প্রথম ছবিতে সত্যজিৎ অনেক নতুন চরিত্র এনেছেন। আমলকির রাজা,হাল্লার মন্ত্রী,বরফি,ভুতের রাজা প্রমুখ। আর গুপী বাঘা তো এখানে নতুন রূপে উপস্থাপিত। ছবিতে গানের অসাধারণ ব্যবহার সমসাময়িক সমাজজীবনে নতুন মাত্রা এনেছে। সত্যজিৎ এখানে দশটা গান ব্যবহার করেছেন। সবই তাঁর নিজের লেখা। ফলে ভূতে- রূপে- সঙ্গীতে অসাধারণ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। হীরক রাজার দেশে ছবিতে রাজা সপার্ষদ প্রমুখের অন্তরালে হীরক রাজার শয়তানি ধরা পড়েছে।কারণ তার গান,সমালোচনা,শিক্ষা,কৃষক, শ্রমিক শিল্পী শিক্ষক কাউকেই সে পছন্দ করে না। যে তার স্তুতি করে তাকেই সে ভালোবাসে। আসলে সত্যজিৎ এর , একটা সময়োপযোগী পলিটিক্যাল রূপকেই তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উদয়ন পণ্ডিতের বিদ্রোহ ও জয়লাভ। সত্যজিতের ইতিবাচক ভাবনারই ফল। বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। সত্যজিৎ বারোটা গান ব্যবহার করেছেন। সবই তার নিজের লেখা। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে তো বাঙালির জয়যাত্রার আবহসঙ্গীত। নিজের কাহিনি নিয়ে সত্যজিৎ এই প্রথম ছবি করলেন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' (১৯৬২)। ছবিতে লাবণ্য ধনী পাত্রের বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে দার্জিলিংয়ের প্রকৃতিকে ভালোবেসেছে। অলোকের রুচিকে ক্রমাগত অস্বীকার করে মনীষা বলেছে — আপনার কুয়াশা ভালো লাগে না বুঝি?অন্যদিকে লাবণ্যের লিপে 'এ পরবাসে রবে কে' আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে।নিজের সত্তা আবিষ্কারের মধ্যেই এই ছবির মহত্ত্ব ধরা পড়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার পরে নিজের কাহিনি নিয়ে সত্যজিতের পরের ছবি 'নায়ক' (১৯৬৬)। অরিন্দম মুখার্জির বিখ্যাত চিত্রতারকা হয়ে যাওয়া ও তার থেকে মুক্তির সন্ধানই ছবির মূল সুর। সাংবাদিক অদিতিই এই ছবিতে অরিন্দমকে বাস্তবের মুখোমুখি দাড় করিয়েছে। অদিতির সঙ্গে অনেকটাই যেন মিল আছে 'সীমাবদ্ধ' ছবির টুটুলের।শুধু অরিন্দম নয়,মি.বোস,প্রমীলা বসুর চরিত্রের অভাববোধও ফুটিয়ে তুলেছেন সত্যজিৎ। ছবির মধ্যে একমাত্র অদিতিই আলাদা।তাই সহজেই বিভিন্ন স্টেশনে নেমে সে আর কারোর বিবেক জাগাতে মিশে গেছে ভিড়ে। অরিন্দম শুধুই চেয়ে থেকেছে। এক বিদেশি সমালোচক একসময় সত্যজিৎকে বলেছিলেন বৃক্ষ।এই ধারণাকে সামনে রেখে বলা যায় তার ছবির টেকনিশিয়ান,শিল্পীরা শাখা- প্রশাখা। সত্যজিৎ কী এই ভাবনা নিয়েই নিজের কাহিনি অনুসারে ছবি করলেন শাখা — প্রশাখা (১৯৯০)। যাই হোক,একটি পরিবারকে কেন্দ্র করেই শাখা — প্রশাখা বিন্যস্ত। ছবিটির শেষে দেখা যায় আনন্দবাবুর নিজের অসুখ সেরে গেছে। কিন্তু অন্য অসুখ ছড়িয়ে পড়েছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অর্থাৎ মূল্যবোধের সংকট কিভাবে শাখায় শাখায় বিন্যস্ত,সত্যজিৎ যেন তারই মানবিক দলিল করেছেন। "আগন্তুক" (১৯৯১)ছবি তো সত্যজিতের নিজের লেখা গল্প অতিথির সার্থক চিত্ররূপ। সাহিত্যের ভাষা আর চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝা যায়। অতিথির বাইরের জগতের আভাস ছবিতে সরাসরি দেখিয়েছেন সত্যজিৎ 'অতিথি'তে। অপরিচিত আগন্তুককে (শেতলমামা) বিশেষ খারাপ ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু ছবিতে সে (মনোমোহন) সত্যিই মামা কি তার জেরা হয়েছে পরিবারের তরফ থেকে। সত্যজিৎ এই ছবিতে প্রথম দিকে সভ্য সমাজের নগ্নতাকে তুলে ধরলেও মানবিকতারই জয়গান করেছেন। নিজের সমস্ত টাকা-পয়সা ভাগ্নি অনিলাকে দেওয়ার মধ্যেও রয়েছে আত্মিক বন্ধনের টান। আবার নতুন করে মামার নিরুদ্দেশ হওয়ার মধ্যেও রয়েছে দুরের হাতছানি,পথেই নিশ্চয়তা,বিশ্বমানবতাব সন্ধান।ফিচার ছবির পাশাপাশি সত্যজিৎ পাঁচটি তথ্যচিত্র করেছেন। পাঁচটিরই চিত্রনাট্য পরিচালনা, সঙ্গীত ও ভাষ্যে তিনি নিজে।সেগুলি ''রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬১), ''সিকিম''(১৯৭১), 'ইনার আই' (১৯৭৪),''বালা'' (১৯৭৬) ও 'সুকুমার রায়'' (১৯৮৭)। 'রবীন্দ্রনাথ' তথ্যচিত্রে বিশ্বমানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকেই ধরেছেন। 'সিকিম' তথ্যচিত্রে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তুলে ধরার পাশাপাশি সত্যজিৎ কি সিকিমের অন্য কোনও অন্ধকার দিক তুলে ধরতে চেয়েছিলেন? যার জন্য এটিকে নিষিদ্ধ করা হল। ইনার আই তো বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবন নিয়ে তৈরি। 'বালা' তথ্যচিত্র দক্ষিণী নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীর নৃত্যশৈলীর ছবি।আর 'সুকুমার রায়' তথ্যচিত্রে সুকুমারের জীবন ও শিল্পকর্ম বিশেষ স্থান পেয়েছে।এর পাশাপাশি সত্যজিৎ তিনটি দুরদর্শন চিত্র করেছেন। সেগুলি 'টু' (১৯৬৪), "পিকু" (১৯৮২) ও 'সদ্গতি '(১৯৮২)। প্রথম দুটির কাহিনি, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ স্বয়ং।'সদগতি' মুন্সি প্রেমচাঁদের কাহিনি অবলম্বনে সত্যজিতের পরিচালনা 'টু' ছোটদের শৈশব বিষয়ক ছবি।'পিকু ' ছবিতে বাবা — মায়ের প্রেমহীনতা এবং মায়ের সঙ্গে পরপুরুষের অবৈধ সম্পর্কের স্বরূপ ধরা পড়েছে। আর 'সদ্গতি' তো এক অন্ত্যজের শবদেহ সংকারের কাহিনিরই প্রতিফলন। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রেস ক্লাবে আয়োজিত বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে কটূক্তির অভিযোগ: রাহুল গান্ধীর মানহানি মামলা খারিজের আবেদন বম্বে হাইকোর্টে নাকচ

মুম্বই/নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে করা কথিত অবমাননাকর মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মানহানি মামলার কার্যক্রম খারিজের আবেদন খারিজ করে দিল বম্বে হাইকোর্ট। কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর করা এই আবেদন মঙ্গলবার খারিজ করে আদালত।

বিচারপতি নীতিন বোরকরের একক বেঞ্চ নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, যেখানে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছিল। আদালত জানায়, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও স্পষ্ট বেআইনি পদক্ষেপ বা গুরুতর অসঙ্গতি নিম্ন আদালতের নির্দেশে নেই।

বম্বে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণে জানায়, সংশ্লিষ্ট নির্দেশে কোনও স্পষ্ট বেআইনি বিষয় বা গুরুতর ত্রুটি না থাকায় সিআরপিসি-র ৪৮২ ধারায় আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলায় হস্তক্ষেপ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। সামগ্রিক তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিম্ন আদালতের নির্দেশে কোনও ত্রুটি নেই বলেও জানায় আদালত।

রাহুল গান্ধীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, বিজেপির এক সদস্যের দায়ের করা অভিযোগটি আইনত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এই যুক্তি খারিজ করে হাইকোর্ট জানায়, বিজেপি একটি স্বীকৃত জাতীয় রাজনৈতিক দল এবং একটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বিচারপতি বোরকর বলেন, সমন জারির বিরুদ্ধে আবেদন বিবেচনার পর্যায়ে রাহুল গান্ধীর কথিত মন্তব্য শুধুমাত্র বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে ধরে নেওয়া যায় না।

আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীকে বিজেপির সদস্য হিসেবে উল্লেখ করে তাঁকে 'চোর-সেনাপতি' বলার বক্তব্যের প্রাথমিক পাঠ থেকে এই মন্তব্য শুধুমাত্র দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উদ্দেশে করা হয়েছিল বলে বলা যায় না। মন্তব্যের প্রকৃত অর্থ এবং তার ফলে দলের সদস্যদের ওপর কী প্রভাব পড়েছিল, তা মামলার বিচারপর্বে বিবেচনা করতে হবে।

তবে রাহুল গান্ধীকে কিছুটা স্বস্তি দিয়ে হাইকোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজিরা দেওয়া থেকে ছয় সপ্তাহের সুরক্ষা দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তিনি বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন।

মুম্বইয়ের গিরগাঁও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিজেপি নেতা মহেশ শ্রীশ্রিমাল এই মানহানির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগটি ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে রাজস্থানে একটি নির্বাচনী সভায় রাহুল গান্ধীর কথিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে।

অভিযোগকারীর দাবি, রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী মোদিকে উদ্দেশ করে 'চোরো কে সর্দার' এবং 'চোর-সেনাপতি'-এর মতো শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এর ফলে শুধু প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তিই ক্ষুণ্ণ হয়নি, বিজেপির সদস্যদেরও 'চোর' হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

প্রায় দুই দশক ধরে বিজেপির সক্রিয় সদস্য বলে দাবি করা শ্রীশ্রিমাল যুক্তি দেন, প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে ওই মন্তব্যের প্রভাব দলের অন্যান্য সদস্যদের ওপরও পড়েছে। তিনি বিজেপি মহারাষ্ট্র প্রদেশ কমিটির সদস্য হিসেবেও নিজেকে মামলার অভিযোগকারী হিসেবে তুলে ধরেন।

অভিযোগকারীর দেওয়া নথি ও প্রমাণ বিবেচনা করে গিরগাঁও ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ২০১৯ সালের আগস্টে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সমন জারি করে। পরবর্তীতে সেই সমন জারি এবং মানহানি মামলার কার্যক্রম খারিজের আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাহুল গান্ধী।

এই আবেদন খারিজের বিরোধিতা করে অভিযোগকারী জানান, রাহুল গান্ধীর কথিত মানহানিকর মন্তব্যে তিনি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং বিজেপির সদস্য হিসেবে তাঁর অভিযোগ দায়ের করার অধিকার রয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাহুল গান্ধী, অভিযোগকারী এবং মহারাষ্ট্র সরকারের বক্তব্য শোনার পর বম্বে হাইকোর্ট এই আবেদনের রায় সংরক্ষণ করেছিল।

বাড়ছে অসন্তোষ, পাকিস্তানে সামরিক-বেসামরিক সংঘাতের আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পাকিস্তানের বালোচিস্তান, খাইবার পাখতুনখোয়া (কেপি) এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এ দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি অব্যাহত রয়েছে। পরিস্থিতির কোনও স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলেও অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। সামরিক বাহিনীর নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে এবার প্রকাশ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বড় ধরনের সামরিক-বেসামরিক সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে এক আধিকারিকের দাবি।

ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির কঠোর হাতে দেশের রাজনৈতিক ও জনমত নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধৈর্য্য এখন ফুরিয়ে আসছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। জনগণের মুখোমুখি হতে হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। ফলে বালোচিস্তান, পিওকে এবং কেপিতে চলতে থাকা হিংসা ও অস্থিরতার ব্যাখ্যা দেওয়া তাদের পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল এতদিন দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির কথা বললেও সামরিক বাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যার জন্য বহিরাগত শক্তিকে দায়ী করে এসেছে। এক গোয়েন্দা ব্যুরোর আধিকারিকের দাবি, ভারতকে আগ্রাসী হিসেবে তুলে ধরার পুরনো প্রচার এখন আর আগের মতো কার্যকর হচ্ছে না। পিওকে-তে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ তার অন্যতম উদাহরণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

পিওকে-র পরিস্থিতির সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের তুলনাও টানা হচ্ছে। পরিকাঠামো ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে পিওকে-র সাধারণ মানুষ পাকিস্তানি প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন তুলছেন বলে ওই আধিকারিক জানান।

সম্প্রতি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম নওয়াজের বক্তব্যও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি ভারতের কাছ থেকে আসা বহিরাগত হুমকির পরিবর্তে দেশের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদকেই পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি বালোচিস্তান, কেপি এবং পিওকে-র চলমান সমস্যা মোকাবিলায় উন্নত প্রযুক্তি, আরও ভালো সমন্বয় এবং সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দিয়েছেন।

আরেক আধিকারিকের মতে, সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত প্রচারে রাজনৈতিক মহল স্পষ্টতই বিরক্ত। পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ নতুন নয়, তবে আসিম মুনিরের আমলে তা আরও তীব্র হয়েছে বলে তাঁর দাবি। এতদিন সামরিক বাহিনী বিরোধী মত দমন করতে সক্ষম হলেও পরিস্থিতি এখন আর আগের মতো নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পাকিস্তান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী মহলের মতে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষ যদি সামরিক বাহিনীর নির্ধারিত বয়ানের সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি করতে থাকে, তাহলে সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাশা বাড়তে পারে। এর ফলেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ওই আধিকারিকের আরও দাবি, বালোচিস্তান, কেপি এবং পিওকে-তে বিক্ষোভ দমনে সামরিক বাহিনী কথিত 'ডেথ স্কোয়াড' গঠন করে তাদের অর্থ জোগাচ্ছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেখানে মানুষের সমস্যা সমাধান ও উন্নত সমন্বয়ের ওপর জোর দিচ্ছে, সেখানে সামরিক বাহিনী কঠোর দমননীতির পথে হাঁটছে। ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব কার্যত দুই ভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামরিক বাহিনী নিজেদের বয়ান নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেও রাজনৈতিক মহলে বাড়তে থাকা ভিন্নমত ও জনঅসন্তোষের কারণে পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং পাকিস্তানে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ সংঘাত তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ওই আধিকারিক।

ভদোদরায় ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস প্রধানমন্ত্রী মোদির সম্পূর্ণ হল পশ্চিম ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর

ভদোদরা, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): গুজরাতের ভদোদরায় মঙ্গলবার ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক রেল, সড়ক, আবাসন, জল সরবরাহ এবং নগর উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল পশ্চিম ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর (ডাব্লিউডিএফসি)-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির কাজ সম্পূর্ণ হওয়া।

অনুষ্ঠানে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও লজিস্টিক পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করবে। পাশাপাশি আবাসন, পানীয় জল এবং নগর পরিষেবার সুযোগও আরও সম্প্রসারিত হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ভদোদরায় স্বাগত জানিয়ে বলেন, একদিনেই ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী এখানে এসেছেন।

পশ্চিম ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের তিনটি অংশ জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। মোট ৩২৬ রুট কিলোমিটার দীর্ঘ এই অংশগুলি নির্মাণে ২০,৭০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সানন্দ (উত্তর)-মাকরপুরা, নিউ উমরগাঁও-নিউ সাফালে এবং নিউ সাফালে-জওহরলাল নেহরু পোর্ট অথরিটি (জেএনপিএ) অংশ।

এই অংশগুলি চালু হওয়ার ফলে গোটা পশ্চিম ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং জেএনপিএ-র সঙ্গে সরাসরি পণ্য পরিবহণের সংযোগ তৈরি হয়েছে। এর ফলে আমদানি-রপ্তানি পণ্য দ্রুত পরিবহণ, লজিস্টিক খরচ কমানো এবং মুম্বইয়ের রেল নেটওয়ার্কের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিউ সানন্দ (উত্তর), নিউ মাকরপুরা, নিউ উমরগাঁও এবং নিউ জেএনপিটি, মুম্বই থেকে পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবারও সূচনা করেন।

পাশাপাশি ভদোদরা থেকে তাণ্ডা রোডের মধ্যে নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়। ছোটাউদেপুর-ধার প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জোবাট-তাণ্ডা রোড রেলপথও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়।

এই রেলপথের মাধ্যমে আলিরাজপুরের প্রত্যন্ত ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর চালু হওয়ায় গুজরাতের কৃষিপণ্য, শিল্পজাত পণ্য এবং অন্যান্য সামগ্রীর পরিবহণ আরও দ্রুত ও সহজ হবে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী ৩২৯ কিলোমিটার দীর্ঘ তিনটি রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। প্রকল্পগুলির মোট ব্যয় ৯,৭০০ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে রয়েছে ভদোদরা-রতলাম রুটে তৃতীয় ও চতুর্থ রেললাইন, িমযািগাম কারজন-চোরন্দা-মালসার অংশের গেজ পরিবর্তন এবং বিশ্বামিত্রি-দাভোই অংশের ডাবলিং।

এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষমতা বাড়ানো, যানজট কমানো এবং গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রায় ১,৭৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে রয়েছে এনএইচ-৪৮-এর কামরেজ-চালথান অংশ ছয় লেনে উন্নীত করা, ভদোদরা-সুরাত অংশে তাপী ও নর্মদার ওপর বড় সেতু-সহ অতিরিক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ এবং এনএইচ-৫৩-এর আবাভা, মিন্ধোলা ও খাজোদ জংশনে গ্রেড-সেপারেটেড কাঠামো তৈরি।

কান্দারি চকড়ি এবং লুভারা পাটিয়ায় ছয় লেনের ফ্লাইওভারও উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি প্রায় ২,৬০০ কোটি টাকার রাজ্য সরকারি প্রকল্পেরও উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভদোদরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির রিং রোডের দ্বিতীয় পর্যায়, কাদানা বাঁধে ১১০ মেগাওয়াটের ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং নতুন ভদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ভবন।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় আবাসন প্রকল্প এবং পূর্ব ভদোদরার ১১টি গ্রামের জন্য জল সরবরাহ প্রকল্পও এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, শহর ও গ্রামীণ এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ইতিমধ্যেই ১৬.৫৩ লক্ষেরও বেশি বাড়ি সুবিধাভোগীদের দেওয়া হয়েছে। 'নল সে জল' কর্মসূচির মাধ্যমে পানীয় জলের পরিষেবাও সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচিতেও সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা হয়েছিল বলে জানান প্যাটেল। পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা, জনস্থান ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কারে অংশ নেন। পাশাপাশি বৃক্ষরোপণের জন্য ২০ লক্ষ চারা বিতরণ করা হয়।

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী মহাকাশ, রেল, প্রতিরক্ষা এবং দেশীয় উৎপাদন ক্ষেত্রের বিভিন্ন অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন। তিনি স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের বিক্রম-১, ভারতের হাইড্রোজেনচালিত যাত্রীবাহী ট্রেন, সি-২৯৫ সামরিক পরিবহণ বিমান, দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত তিনটি নৌযুদ্ধজাহাজ এবং সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদন প্রায় ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। 'বিকশিত ভারত @২০৪৭'-এর বৃহত্তর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'বিকশিত গুজরাত' গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার কাজ চালিয়ে যাবে বলেও জানান ভূপেন্দ্র প্যাটেল।

মিজোরামে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ফের পুরুষের চেয়ে মহিলা ভোটার বেশি

আইজল, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যের মতোই মিজোরামেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ফের পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি হল। রাজ্যজুড়ে ২০২৬ সালের বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এই তথ্য সামনে এসেছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন দফতরের আধিকারিকরা।

মিজোরামের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) গরিমা গুপ্তা জানান, ১ জুলাই ২০২৬-কে যোগ্যতার তারিখ ধরে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় রাজ্যে মোট নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ৮,৩৫,৮৬৯। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ৪,৩২,৬৮৯ জন, পুরুষ ভোটার ৪,০৩,১৭৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন একজন। ফলে রাজ্যের লিঙ্গ অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১,০৭৩, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

গরিমা গুপ্তা জানান, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর আগে মিজোরামে মোট ৮,৭৫,০৬৮ জন ভোটার ছিলেন এবং তাঁদের জন্য এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৮,২৮,৯০৬টি ফর্ম ফেরত পাওয়া যায়, আর ৪৬,১৬২টি ফর্ম পাওয়া যায়নি। এনুমারেশন পর্ব শেষ হওয়ার পর গত ৪ জুলাই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকায় মোট ভোটার ছিলেন ৮,২৮,৯০৬ জন।

৪ জুলাই থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং সহকারী ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসাররা দাবি ও আপত্তি গ্রহণ করে নিষ্পত্তি করেন। এনুমারেশন পর্বে জমা পড়া ফর্মগুলিও এই সময়ের মধ্যে যাচাই করা হয়।

সিইও জানান, খসড়া তালিকার ৮,২৮,৯০৬ জন ভোটারের মধ্যে ৩৯,২৪৩ জনকে, অর্থাৎ ৪.৭৩ শতাংশ ভোটারকে নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে ৩২,২৮০ জন, অর্থাৎ ৩.৮৯ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মোট ৬,৯৬৩ জন ভোটার বা ০.৮৪ শতাংশের নিট বৃদ্ধি হয়েছে। সোমবার রাজ্যের ১১টি জেলাতেই একযোগে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।

তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। কিন্তু ওই দিন রবিবার হওয়ায় মিজোরামের সিইও-র অনুরোধে তালিকা প্রকাশের দিন পরিবর্তন করে সোমবার করা হয়।

পাহাড়ি রাজ্য মিজোরামে মোট ৪০টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে লংটলাই জেলার তুইচাওং (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে সর্বাধিক ৩৭,২৩৬ জন ভোটার রয়েছেন। অন্যদিকে লুংলাই জেলার ওয়েস্ট তুইপুই (এসটি) কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে কম১৪,৬৬৭ জন।

গরিমা গুপ্তা আরও জানান, নির্বাচন কমিশনের ১৪ মে, ২০২৬-এর নির্দেশ অনুযায়ী ২০ মে থেকে মিজোরামের ১১টি জেলাতেই ২০২৬ সালের বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরু হয়। মোট ১৬টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নিয়ে এসআইআরের তৃতীয় পর্যায়ে মিজোরামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর আগে সিইও জানিয়েছিলেন, এনুমারেশন প্রক্রিয়ার ১০০ শতাংশ ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এসআইআর কার্যকর করা ১৬টি রাজ্য ও দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে মিজোরামই প্রথম রাজ্য।

রাজনগর মসজিদের উদ্যোগে মেয়র দীপক মজুমদার দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া, সরকারি অনুদান নিতে অস্বীকার বড় বাজেটের দুর্গাপুজো কমিটিগুলির

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সুবেন্দু অধিকারীর আবেদনে সাড়া দিয়ে কলকাতার একাধিক বড় বাজেটের দুর্গাপুজো কমিটি রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুদান স্বেচ্ছায় না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সোমবার চলতি বছরের জন্য রাজ্যের প্রতিটি বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটিকে ১ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি বড় বাজেটের পুজো কমিটিগুলির কাছে আবেদন জানান, যেসব পুজো কমিটি সরকারি আর্থিক সাহায্য ছাড়াই সফলভাবে পুজোর আয়োজন করতে সক্ষম, তারা যেন স্বেচ্ছায় সরকারি অনুদান গ্রহণ না করে সেই অর্থ প্রকৃত প্রয়োজন রয়েছে এমন ছোট বাজেটের পুজো কমিটিগুলির জন্য বরাদ্দের সুযোগ করে দেয়।

মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদনে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে কলকাতার একাধিক মেগা-বাজেটের পুজো কমিটি। প্রথমদিকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় মধ্য কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার পুজো কমিটি। এই কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ।

সজল ঘোষ বলেন, "আমরা ধারাবাহিকভাবে সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করে এসেছি এবং নীতিগতভাবেই এই ধরনের ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছি। তবে এবার যদি এই সুবিধা সত্যিই যাঁদের প্রয়োজন এবং যাঁরা এর প্রকৃত দাবিদার, তাঁদের কাছে পৌঁছয়, তাহলে এটি অবশ্যই স্বাগত জানানোর মতো পদক্ষেপ। সঠিক মানুষ উপকৃত হলে রাজনৈতিক মতপার্থক্য নির্বিশেষে সেই ভালো কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।"

দক্ষিণ কলকাতার কসবার রাজডাঙা নব উদয় সংঘের সঙ্গে যুক্ত বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মুখপাত্র কেয়া ঘোষও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে যথার্থ বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, রাজ্য সরকারের পুজোর অনুদান মূলত ছোট বাজেটের পুজো কমিটিগুলির জন্য হওয়া উচিত, কারণ তাঁদের কাছে এই অর্থের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেয়া ঘোষ বলেন, "ছোট ও বড়উভয় ধরনের পুজোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। পুজো কমিটিগুলির বিদ্যুৎ বিলে ১০০ শতাংশ ছাড় নিঃসন্দেহে স্বাগত পদক্ষেপ। আমরা রাজডাঙা নব উদয় সংঘে এবার ভিন্নভাবে ভাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা এই অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করব।"

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকারি অনুদান স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করা অন্যান্য বড় বাজেটের পুজো কমিটির মধ্যে রয়েছে উত্তর কলকাতার তালা প্রত্যয় ক্লাব ও ফুলবাগান সর্বজনীন এবং দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুর লেক পল্লি ক্লাব।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 09-09-2026, 01:10

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

বাড়িতেই কীভাবে বানাবেন খাঁটি হলুদ গুঁড়ো

হলুদ গুঁড়ো ছাড়া আমাদের হেঁশেলের রান্না কার্যত ভাবাই যায় না। ডাল থেকে তরকারি, রং আর চমৎকার স্বাদের জন্য এক চিমটে হলুদ দেওয়া চাই-ই চাই। তাছাড়া চোট-আঘাতে বা সর্দিকাশিতে এই ভেষজ উপাদানের গুণের কথা সকলেরই জানা। কিন্তু রান্না করতে গিয়ে যে প্যাকেটজাত হলুদ কড়াইয়ে দিচ্ছেন, সেটা কি সত্যিই খাঁটি? নাকি রোজ খাবারের সঙ্গে পেটে যাচ্ছে মারাত্মক বিষ?

সাম্প্রতিক নানা সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক ভয়ঙ্কর সত্য। বাজারচলতি হলুদ গুঁড়োয় দেদার মেশানো হচ্ছে খড়িমাটি, ভুয়ো গুঁড়ো, স্টার্চ আর হলুদ মাটি। শুধু তাই নয়, হলুদের রং উজ্জ্বল ও চটকদার করতে ব্যবহার করা হচ্ছে লেড ক্রোমেট আর মেটানিল ইয়েলোর মতো অত্যন্ত বিপজ্জনক রাসায়নিক। এই ভেজাল উপাদানগুলো নিয়মিত পেটে গেলে লিভার ও কিডনির ক্ষতি হতে পারে, দেখা দিতে পারে পেটের নানা রোগ। বাজার থেকে কিনে আনা হলুদ নিয়ে এই অনিশ্চয়তায় না ভুগে সবচেয়ে ভালো উপায় হল নিজেই তা বানিয়ে নেওয়া। সামান্য একটু সময় দিলে একদম খাঁটি মশলা তৈরি করা সম্ভব। কীভাবে বানাবেন খাঁটি হলুদ গুঁড়ো? ১. হলুদ পরিষ্কার করা: বাজার থেকে গোটা কাঁচা হলুদ কিনে আনুন। প্রথমে সেগুলি হালকা গরম জলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এরপর হাত কিংবা ব্রাশ দিয়ে খুব ভালো করে ঘষে সমস্ত কাদা ও ময়লা ধুয়ে ফেলুন।

২. কুচিয়ে নেওয়া: গোটা শক্ত হলুদ কিন্তু মিক্সিতে সহজে গুঁড়ো হতে চায় না। তাই পরিষ্কার করা হলুদ আলুর চিপসের মতো খুব পাতলা করে কেটে বা গ্রেট করে নিন। টুকরো যত পাতলা হবে, হলুদ শুকোবেও তত তাড়াতাড়ি।

৩. শুকিয়ে নেওয়া: বারান্দা বা ছাদে চড়া রোদে পরিষ্কার সুতির কাপড় বিছিয়ে হলুদের টুকরোগুলি ছড়িয়ে দিন। অন্তত ৩ থেকে ৫ দিন ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে, যাতে হলুদ একদম শক্ত ও মচমচে হয়ে যায়। কারও বাড়িতে যদি এয়ার ফ্রায়ার থাকে, তবে ৩ ঘণ্টা রেখেও চটজলদি হলুদ মুচমুচে করে নিতে পারেন।

৪. গুঁড়ো করা: হলুদের টুকরো হাতে ভাঙলে যদি মট করে ভেঙে যায়, বুঝবেন তা গুঁড়ো করার জন্য তৈরি। এবার মিক্সার গ্রাইন্ডারে অল্প অল্প করে দিয়ে কয়েক ধাপে ঘুরিয়ে নিন। একবারে পুরোটা না দিয়ে দুই দফায় পেষাই করলে মিহি গুঁড়ো তৈরি হয়। সবশেষে চালনি দিয়ে গুঁড়ো ভালো করে চেলে নিয়ে কাচের বা এয়ার টাইট পাত্রে ভরে রেখে দিন। ভিজে হাত বা ভিজে চামচ ছোঁয়াবেন না। সামান্য এই কৌশলে সারা বছর নিশ্চিন্তে মিলবে খাঁটি, সুগন্ধী ও নিরাপদ হলুদ।

প্যাটিসের উপর ছড়ানো কালো তিল স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী?

এখন মানুষের রোজের ডায়েটে ঢুকে পড়েছে চিয়া, তিসি, তুলসির বীজ। রয়েছে সাদা তিলও। কিন্তু কালো তিলকে বেশিরভাগ মানুষ বাদ দিয়ে ফেলেন। কিন্তু এই বীজ মোটেও ফেল না নয়। হেলদি ফ্যাট, প্রোটিন, ফাইবার এবং মিনারেলে ভরপুর এই ছোট্ট দানা। রোজের ডায়েটে এই দানা রাখলে কী কী বাড়তি উপকারিতা মিলবে, জেনে নিন।

কী কী উপাদান রয়েছে কালো তিলে?

প্রোটিন, ফাইবার আর হেলদি ফ্যাটে সমৃদ্ধ কালো তিল। এতে ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক, কপারের মতো খনিজ পদার্থও রয়েছে। কালো তিলে থাকা ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং ফসফরাস হাড় এবং পেশির স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সুগার লেভেল: এই ছোট্ট দানায় ফাইবার, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রয়েছে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ত্বক ও চুল: তিলের স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, জিঙ্ক, আয়রন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক ও চুলের স্বাভাবিক পুষ্টি জোগায়।

দিনে ক'চামচ কালো তিল খাওয়া উচিত?

প্রতিদিন ১-২ টেবিল চামচ (১০-২০ গ্রাম) কালো তিল খেতে পারেন। দই, স্যালাড, চাটনি, স্মুদি বা যেকোনও

এ ছাড়া কালো তিলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ যৌগ রয়েছে, যা কোষকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ইন্ডিয়ান ফুড কম্পোজিশন টেবিলস এর তথ্য অনুযায়ী, ১০০ গ্রাম কালো তিল থেকে প্রায় ৫০৬ কিলো ক্যালরি, ১৯.২ গ্রাম প্রোটিন এবং ১৭.২ গ্রাম ডায়েটরি ফাইবার পাওয়া যায়।

কালো তিল খেলে কী কী উপকারিতা মিলতে পারে?

হার্টের স্বাস্থ্য: এই ছোট্ট কালো দানায় থাকা অ্যানস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং লিগনান, ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ক্রনিক রোগ: তিলে দানায় থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

হজমের স্বাস্থ্য: তিলের দানায় থাকা ডায়েটরি ফাইবার হজমের গণ্ডগোল দূর করে। পেট ভর্তি রাখে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। হাড়ের স্বাস্থ্য: খাবারের সঙ্গে কালো তিল মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

১. কালো তিলে কী কী পুষ্টি রয়েছে?

প্রোটিন, ফাইবার, হেলদি ফ্যাট, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক ও কপার রয়েছে।

২. কালো তিল খেলে কী উপকার হতে পারে?

হজম, হাড়ের স্বাস্থ্য, হৃদাস্থ্য এবং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে।

৩. দিনে কতটা কালো তিল খাওয়া যায়?

প্রতিদিন ১-২ টেবিল চামচ বা প্রায় ১০-২০ গ্রাম খেতে পারেন।

৪. কালো তিল কী ভাবে খাবেন?

দই, স্যালাড, চাটনি, স্মুদি বা অন্যান্য খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন।

৫. কালো তিল কি ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী?

তিলে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, জিঙ্ক, আয়রন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক ও চুলের স্বাভাবিক পুষ্টিতে সাহায্য করতে পারে।

কে প্রথম বিরিয়ানিতে আলু দিয়েছিলেন

তথ্য- দ্য প্রফিটস অফ মেটিয়াবুরুজ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

বিরিয়ানির হাঁড়িতে আলুবাঙালির কাছে এটা কোনও সাধারণ কিছু নয়, বরং বিরিয়ানিকে নিয়ে এক পরম আবেগ। হায়দরাবাদি কিংবা লখনউই বিরিয়ানিতে আলুর দেখা না মিললেও, কলকাতার বিরিয়ানি কিন্তু আলুমুক্ত হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। নরম, তুলতুলে, মশলার রসে জারিত সেই বিশাল একখণ্ড আলু না থাকলে যেন বিরিয়ানির থালাটাই অসম্পূর্ণ লাগে। কিন্তু রাজকীয় এই পদে সাধারণ আলুর প্রবেশ ঘটল কীভাবে? কে প্রথম বিরিয়ানিতে আলুর মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন?

ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, গল্পটা শুরু হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে যখন ইংরেজরা গদিচ্যুত করে লখনউ থেকে নির্বাসিত করল, তখন তিনি আস্তানা গাড়লেন কলকাতার মেটিয়াবুরুজে। রাজত্ব হারালেও নবাব তাঁর নওয়াবি মেজাজ ও খাঁটি লখনউই রুচি হারাননি। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন রাজকীয় বাবুর্চিরাও।

জানা যায়, কলকাতায় এসে আর্থিক অনটনের মুখে পড়েন নবাব। কিন্তু নবাব এবং তাঁর অনুচরদের দরবারি ভোজের আয়োজনে কোনও খামতি রাখা চলত না। অথচ খাসির মাংসের দাম তখন বেশ চড়া। তখন নবাবের রসুইঘরের প্রধান বাবুর্চি বা 'মির সামান' মাংসের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে বিরিয়ানিতে আলু যোগ করার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্য ছিলকম খরচে খাবারের পরিমাণ বাড়ানো এবং মশলার সম্পূর্ণ স্বাদকে ধরে রাখা।

তবে শুধু আর্থিক কারণই নয়, এর পেছনে ছিল স্বাদের এক সূক্ষ্ম রসায়নও। সেই সময় বাংলায় পর্তুগিজদের হাত ধরে আলু সবে বেশ জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। বাবুর্চিরা দেখলেন, বিরিয়ানির দম দেওয়ার প্রক্রিয়ায় মাংসের রস, ঘি আর খাসির চর্বির নির্যাস আলু খুব সুন্দরভাবে শুষে নেয়। ফলে মাংসের চেয়েও অনেক সময় আলু বেশি সুস্বাদু হয়ে ওঠে!

নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের মেটিয়াবুরুজের রান্নাঘরে যে পরীক্ষামূলক পদ তৈরি হয়েছিল, তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তৎকালীন কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। মাংস আর চালের ভিড়ে সেই সামান্য আলু কীভাবে যেন বিরিয়ানির প্রধান আকর্ষণে পরিণত হল, তা আজ এক ইতিহাস।

আজ কলকাতার বিরিয়ানি বিশ্বজুড়ে খ্যাত তার নিজস্ব এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই। লখনউই শিকড় থেকে শুরু হলেও, বিরিয়ানিতে আলু যোগ করার সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই আজ আমাদের প্রিয় 'কলকাতা বিরিয়ানি'কে দিয়েছে এক অনন্য ও অমর পরিচয়।

মুখের ভিতর ঘা থেকে কালশিটে দাগ পুষ্টির ঘাটতির প্রাথমিক লক্ষণগুলো কী কী

চলছে শরীরে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মানুষকে সচেতন করতেই এই বিশেষ সপ্তাহ। সুস্থ থাকতে শরীরে পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রয়োজনএ কথা কমবেশি সকলেই জানেন। তবে সমস্যা হলো, শরীরে কোনও পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হলে তার প্রাথমিক লক্ষণগুলো অনেকেই গুরুত্ব দিয়ে দেখেন না। সম্প্রতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতির প্রাথমিক লক্ষণ কী হতে পারে, তা শেয়ার করেছেন এমস, হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড প্রশিক্ষিত আমেরিকানিবাসী গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট সৌরভ শেঠি। এই লক্ষণগুলো চেনা থাকলে একাধিক রোগের ঝুঁকি এড়াতে পারবেন। কোন পুষ্টির ঘাটতিতে কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে? ভিটামিন এ: দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা রাতকানা ভিটামিন কে: সামান্য আঘাতেই শরীরে কালশিটে দাগ ভিটামিন সি: মাড়ি থেকে রক্তপাত ভিটামিন বি৬: ঠোঁটের দু'পাশের কোণ ফেটে যাওয়া বা সেখানে ক্ষত তৈরি হওয়া ক্যালশিয়াম: মুখের চারপাশে শিরশিরানি বা ঝিনঝিন করার মতো অনুভূতি ফোলেট: মুখের ভিতরে ঘা বা আলসার আয়োডিন: গলার সামনের অংশ ফুলে যাওয়া শুধু এই নির্দিষ্ট লক্ষণগুলিই যে সব সময়ে দেখা যাবে, এমন নয়। পুষ্টির ঘাটতি হলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, ফ্যাকাশে ত্বক, হজমের সমস্যা, চুল পড়া, নখ ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া কিংবা হাত-পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই শরীরে যে সমস্যা হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। শরীরে এই পুষ্টিগুলির কাজ কী? ভিটামিন এ: দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখতে, প্রজনন এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ভিটামিন কে: রক্ত জমাট বাঁধা, ক্ষত নিরাময় এবং হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ক্যালশিয়াম: হাড় ও দাঁত মজবুত রাখতে সাহায্য করে। ফোলেট: DNA তৈরি এবং কোষ বিভাজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আয়োডিন: থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য অপরিহার্য। ভিটামিন সি: কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে, ত্বক ও শরীরের বিভিন্ন টিস্যুর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এবং ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। ভিটামিন বি৬: শরীরকে খাবার থেকে পাওয়া শক্তি ব্যবহার ও সঞ্চয় করতে এবং হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সাহায্য করে। কোন খাবারে মিলবে এই পুষ্টিগুলি? ভিটামিন এ: মাছ, লিভার, দুধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাবার, ডিম এবং ক্যারোটিনয়েড সমৃদ্ধ রঙিন ফল ও সব্জি ভিটামিন এ-এর ভালো উৎস। ভিটামিন কে: বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জি, উদ্ভিজ্জ তেল এবং খাদ্যশস্যে ভিটামিন কে পাওয়া যায়। এ ছাড়া মাংস ও দুগ্ধজাত খাবারেও অল্প পরিমাণে এই পুষ্টি থাকে। ক্যালশিয়াম: দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, বিভিন্ন শাকসব্জি এবং কিছু মাছ ক্যালশিয়ামের ভালো উৎস।

ফোলেট: শাকসব্জি, ফল, ডালজাতীয় খাবার, ডিম, সামুদ্রিক খাবার এবং বিভিন্ন শস্যে ফোলেট পাওয়া যায়। আয়োডিন: আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক খাবার, সামুদ্রিক শৈবাল এবং ডিমে আয়োডিন থাকে। ভিটামিন সি: পেয়ারা, আমলকি এবং বিভিন্ন সাইট্রাস বা টকজাতীয় ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। ভিটামিন বি৬: মাংস, মাছ, শিমজাতীয় খাবার, বিভিন্ন শস্য এবং কলায় ভিটামিন বি৬ রয়েছে।

শরীরে কোনও পুষ্টির ঘাটতি হয়েছে কি না, তা শুধুমাত্র উপসর্গ দেখে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। একই ধরনের লক্ষণ অন্য অনেক কারণেও দেখা দিতে পারে। তাই দীর্ঘদিন ধরে কোনও সমস্যায় ভুগলে নিজে থেকে ভিটামিন বা মিনারেল সাপ্লিমেন্ট না খেয়ে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়াই ভালো। ১. ভিটামিন এ-র ঘাটতিতে কী লক্ষণ দেখা যায়?

দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা রাতকানা হতে পারে। ২. ভিটামিন সি কম হলে কী হয়? মাড়ি থেকে রক্তপাত হতে পারে। পেয়ারা, আমলকি ও টকজাতীয় ফলে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। ৩. ক্যালশিয়ামের ঘাটতির লক্ষণ কী? মুখের চারপাশে শিরশিরানি বা ঝিনঝিন করতে পারে। দুগ্ধজাত খাবার, শাকসব্জি ও মাছে ক্যালশিয়াম থাকে। ৪. আয়োডিনের ঘাটতি কী ভাবে বোঝা যায়? গলা ফুলে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক খাবার ও ডিম আয়োডিনের উৎস। ৫. পুষ্টির ঘাটতিতে আর কী কী সাধারণ লক্ষণ হতে পারে? ক্লান্তি, দুর্বলতা, ফ্যাকাশে ত্বক, চুল পড়া, ভঙ্গুর নখ এবং হাত-পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আঘাত পেয়ে নীল হয়ে গেলে কী করা উচিত

প্রতিদিন নানা কর্মকাণ্ডে ও খেলাধুলার সময় শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগতে পারে। অনেক সময় আঘাত পাওয়া জায়গাটি নীল হয়ে যায়। অনেকে এতে ঘাবড়ে যান। আদতে আঘাত পাওয়া জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে এ রকম হয়। আমাদের ত্বকের ঠিক নিচে থাকে ছোট ছোট রক্তনালি। কোনো আঘাতে এসব নাজুক রক্তনালি ফেটে যেতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে চামড়ার নিচে এটি দেখতে নীল বর্ণের মতো দেখায়। গাত্রবর্ণের ভিন্নতায় সেটি দেখতে বিভিন্ন বর্ণের মতো হতে পারে।

করণীয়— প্রথমত মনে রাখতে হবে, ত্বকের নিচের অংশের রক্ত জমাট বাঁধা খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর এটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তবে দ্রুত আগের অবস্থায় আনতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন— ১. আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণ। আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় ঠান্ডা দিলে ওই জায়গার রক্তনালি সংকুচিত হয়। এতে বেশি রক্তপাত হয় না এবং ফোলা ও ব্যথা কম হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত নীল হতে পারে। এর সঙ্গে ব্যথার ওষুধ, যেমন প্যারাসিটামল বা ব্যথানাশক ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শে খাওয়া যেতে পারে। রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণছবি: পেক্সেলস ২. আক্রান্ত জায়গাটিতে প্রথমে মালিশ করলে তেমন কোনো লাভ হয় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মালিশ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে মালিশ করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে হাড় ভেঙেছে কি না। যদি হাড় ভাঙার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিশ করা যাবে না। ৩. রক্ত জমাট বাঁধার ৪৮ ঘণ্টা পর থেকে এই চিকিৎসা কার্যকর। আঘাতের জায়গায় তাপ দিলে এটি কমতে পারে। ৪. আঘাত পাওয়া স্থানে শক্ত কোনো কিছু, যেমন দাঁতের ব্রাশ বা ধাতব ব্রাশ ঘষলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে জমাট বাঁধা রক্ত সরে যাবে, তবে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। ৫. রক্ত জমাট বাঁধা স্থানে টুথপেস্ট মাখালে রক্তপ্রবাহ বাড়ে এবং জমাট বাঁধা রক্ত সরে যেতে পারে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে কখনো গরম কিছুর সেঁক দেবেন না। কারণ, গরম সেঁক দিলে ওই জায়গায় রক্ত এসে জমা হয়। পরে ওই রক্ত জমাট বেঁধে গেলে জায়গাটা বেশি ফুলে যায় এবং ফুলে ওঠা জায়গাটিতে প্রচণ্ড ব্যথা করে। সে জন্য প্রথমে ওই স্থানে বরফ বা ঠান্ডা সেঁক দিতে হয়, তাহলে রক্তনালির সংকোচনের জন্য ওই স্থানে রক্ত আসে না। এক থেকে দুই দিন পর অবশ্য গরম সেঁক দিতে হবে।

শরীরচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ের ভুল প্রত্যাশা

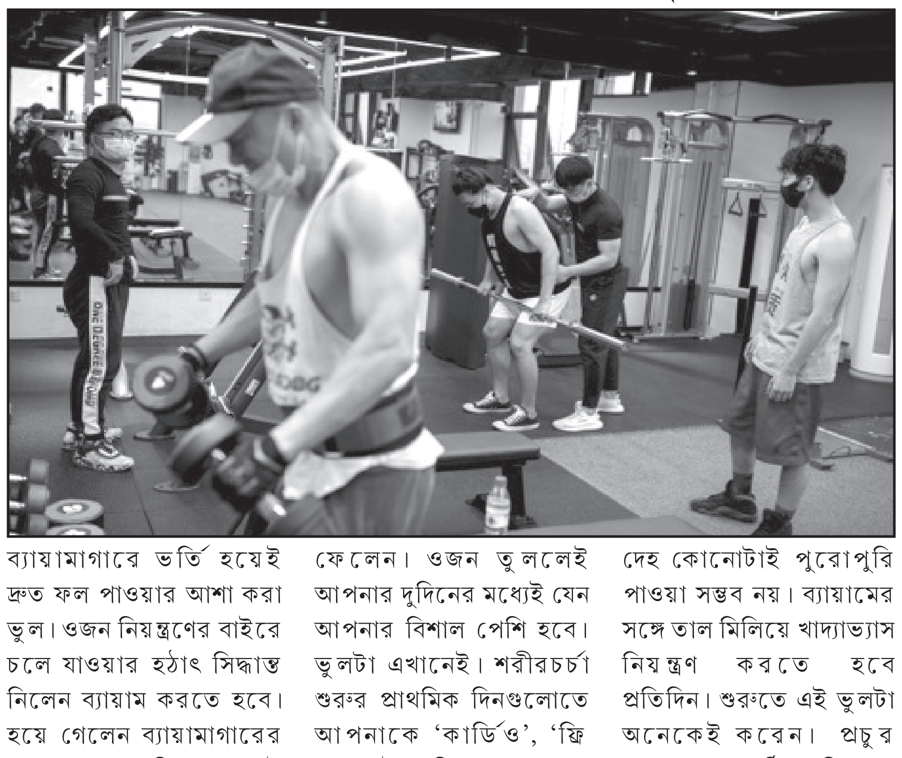

ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়েই দ্রুত ফল পাওয়ার আশা করা ভুল। ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যায়াম করতে হবে। হয়ে গেলেন ব্যায়ামাগারের সদস্য। প্রথম দিন থেকেই সুঠাম দেহের স্বপ্ন নিয়ে শরীরের ওপর অতিরিক্ত ধকল দিলেন। কিন্তু একসময়ে দেখলেন তেমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি। এভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে হতাশা, একসময় ব্যায়ামাগারে যাওয়ার আর সময় হয়না। নতুন ব্যায়ামাগারে যোগ দেওয়া সিংহভাগ মানুষের সঙ্গে এই কথাগুলো মিলে যাবে। ভাবছেন ভুল কোথায় হল? শরীরচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল সেই ব্যাপারেই। শুরুতেই ভারোত্তলন: ব্যায়ামাগার শুনলেই মানুষের চোখে ভাসে বিশাল যন্ত্রে ভারি ওজন নিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যায়াম করতে থাকা পেশিবহুল মানুষ। ফলে ভর্তি হয়ে আপনার মন পড়ে থাকে একপাশে সাজিয়ে রাখা 'ডাম্বেল'গুলোর দিকে। আর আপনি যখন সামান্য বুকডন কিংবা দড়িলাফ দিচ্ছেন তখন আশপাশের পেশিবহুল সদস্যরা ভারোত্তলন নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে। তা দেখে যেন জেদ চেপে বসে। একদিন প্রশিক্ষকের দেওয়া রুটিন ছেড়ে আপনি ডাম্বেল ধরেই ফেলেন। ওজন তুললেই আপনার দুদিনের মধ্যেই যেন আপনার বিশাল পেশি হবে। ভুলটা এখানেই। শরীরচর্চা শুরুর প্রাথমিক দিনগুলোতে আপনাকে 'কার্ডিও', 'ফ্রি হ্যান্ড' ইত্যাদি ব্যায়াম করে আগে শরীরের ভিত্তি গড়তে হবে। আর ওজন নিয়ে ব্যায়াম করার সঠিক পদ্ধতি 'পশচার' না জানলে শুধু ভারোত্তলন কোনো উপকারে আসবে না, বরং আঘাত পেতে পারেন। ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে: ব্যায়ামাগারে সকল সদস্যের একটা নির্দিষ্ট রুটিন আছে। সেই রুটিনের বাইরের বেশি ব্যায়াম করলেই দ্রুত শরীর গড়ে উঠবে এমনটা ভাবা আরেকটি ভুল ধারণা। এমনকি রুটিনের সবটুকু ব্যায়াম প্রথম দিন থেকে করতেও নিষেধ করেন অনেক প্রশিক্ষক। তাই যে রুটিন দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে। যে সপ্তাহে পুরো রুটিন সহজেই শেষ করে ফেলতে পারবেন, তখন প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে রুটিন পরিবর্তন নিয়ে। এভাবেই ধাপে ধাপে শরীর গঠনের দিকে এগোতে হবে ক্রমান্বয়ে। খাদ্যাভ্যাস আর ওজনের দিকে নজর না দেওয়া: শুধু ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্তণ কিংবা সুঠাম দেহ কোনোটাই পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। ব্যায়ামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে প্রতিদিন। শুরুতে এই ভুলটা অনেকেই করেন। প্রচুর ব্যায়াম করেন ঠিক। কিন্তু যে খাদ্যাভ্যাসের কারণে আপনার ওজন বেড়েছে সেটাই পরিবর্তন করা হয় না। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন কী খাচ্ছেন, কতটুকু ক্যালরি গ্রহন করছেন তার তালিকা রাখা জরুরি। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে আনার পরও সেই তালিকা চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই নিজের শারীরিক উন্নতির হিসেবটা করতে পারবেন। দ্রুত ফল আশা করা: ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়ে তা চালিয়ে যেতে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবত সবচাইতে বড় কারণ এটাই। প্রথম সপ্তাহ থেকেই আপনি আশা করছেন আর মাত্র কদিন, তারপরই দেখা দেবে টগবগে পেশি। শরীর গঠন একটা দীর্ঘ অধ্যাবসায়, যেখানে আছে বিভিন্ন চড়াই উতরাই। শরীরের ধরন ভেদে নুন্যতম ব্যায়ামের ফলাফল দেখতে হলে কমপক্ষে তিন মাস ব্যায়াম চালিয়ে যেতে হবে নিয়মিত। তাই অবাস্তব স্বপ্ন না বুনে প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিন, সেই মাফিক কাজ করুন, মনবল রাখুন দৃঢ়।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদারের গুরুত্বে জোর দিলেন হাইকমিশনার ত্রিবেদী ও রাষ্ট্রপতি আলমগীর

ঢাকা, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিলেন ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মঙ্গলবার ঢাকার বঙ্গভবনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় হাইকমিশনার।

সাক্ষাতে দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক স্বার্থ ও কল্যাণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন এক্স-এ জানায়, হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী রাষ্ট্রপতি আলমগীরকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান এবং বাংলাদেশের জনগণের সেবায় তাঁর সফল কার্যকালের জন্য শুভকামনা জানান।

বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে আসে। উভয় পক্ষই দুই সার্বভৌম দেশের জনগণের পারস্পরিক স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

এর আগে গত মাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আলমগীরকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অভিনন্দন বার্তায় তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, দীর্ঘদিনের জনজীবন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মানুষের সেবায় আলমগীরের সফল কার্যকালের পথ প্রশস্ত করবে।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও উল্লেখ করেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অভিন্ন ইতিহাস, আত্মত্যাগ, ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং বন্ধুত্বের উষ্ণ বন্ধনে আবদ্ধ। সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানি, প্রযুক্তি, যোগাযোগ, যুব বিষয়ক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়েছে বলেও তিনি জানান।

গত ২১ আগস্ট বঙ্গভবনে বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

এদিকে, সোমবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর নিয়েও আশাবাদ প্রকাশ করেন ভারতীয় হাইকমিশনার। ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)-কে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, উপযুক্ত সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করবেন বলে ভারত সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে ভারতের তরফে ইতিমধ্যেই স্থায়ী আমন্ত্রণ রয়েছে বলেও তিনি জানান।

গত মাসে ভারত জানিয়েছিল, বিমসটেকের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের সাতটি দেশকে নিয়ে গঠিত বিমসটেক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে কাজ করে। সংগঠনটির সদস্য দেশগুলি হল বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার এবং থাইল্যান্ড।

৪ আগস্ট নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই তারেক রহমানকে ভারত সফরের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি বিমসটেকের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে ব্রিকসের আউটরিচ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য পৃথক আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে।

তিনি জানান, ব্রিকসের আউটরিচ অধিবেশনে আঞ্চলিক সংগঠনগুলির প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রচলিত রীতি অনুযায়ীই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরে কমবে পণ্য পরিবহণের সময়, কৃষক ও শিল্পে বাড়বে গতি: প্রধানমন্ত্রী মোদি

ভদোদরা, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতের ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর (ডিএফসি) নেটওয়ার্কের সম্পূর্ণ হওয়াকে দেশের লজিস্টিক ব্যবস্থার রূপান্তরের ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার ভদোদরায় পশ্চিম ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরের (ডব্লিউডিএফসি) শেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার পর এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই পরিকাঠামোর ফলে পণ্য পরিবহণের সময়, জ্বালানি ও পরিবহণ খরচ কমবে এবং কৃষকরা দ্রুত পচনশীল কৃষিপণ্য আরও দ্রুত বাজারে পৌঁছে দিতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২,৮০০ কিলোমিটারেরও বেশি ডেডিকেটেড ফ্রেট পরিকাঠামো সম্পূর্ণ হওয়া একবিংশ শতাব্দীর ভারতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। তাঁর কথায়, "দ্রুত বিকাশশীল ভারতের লাইফলাইন হল ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর।" এই প্রকল্প দেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এনেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

ডব্লিউডিএফসির সদ্য সম্পূর্ণ হওয়া তিনটি অংশের দৈর্ঘ্য ৩২৬ রুট কিলোমিটার এবং নির্মাণে খরচ হয়েছে ২০,৭০০ কোটি টাকারও বেশি। এই অংশগুলি চালু হওয়ার ফলে ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর নেটওয়ার্কের গোটা দৈর্ঘ্য জুড়ে পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে চালু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, আগে পণ্যবাহী ট্রেনগুলিকে যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে একই রেলপথ ব্যবহার করতে হত। ফলে যাত্রী ও পণ্যউভয়ের পরিবহণেই সময় বেশি লাগত। এখন পৃথক রেলপথ থাকায় যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলের ওপর নির্ভর না করে পণ্যবাহী ট্রেন চলতে পারছে। পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রেট করিডর মিলিয়ে প্রতিদিন ৪৩০টিরও বেশি পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করছে বলেও জানান তিনি।

মোদি বলেন, আগে একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ১০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা সময় লাগত। ডেডিকেটেড করিডরে একই দূরত্ব অতিক্রম করতে এখন তার অর্ধেকেরও কম সময় লাগছে। একইভাবে, ট্রাকে যে পণ্য পরিবহণে প্রায় ৩০ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে, ফ্রেট করিডরের মাধ্যমে তা ১০ থেকে ১২ ঘণ্টায় সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে বলে জানান তিনি।

এই পরিকাঠামোর সুফল শুধু পরিবহণের গতি বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধ নয় বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে, পণ্য পরিবহণের খরচ কমছে, সময় বাঁচছে এবং পরিবেশও উপকৃত হচ্ছে।

ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর শিল্পাঞ্চল ও বন্দরগুলির মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করবে বলেও জানান তিনি। সদ্য চালু হওয়া তিনটি অংশসানন্দ (উত্তর)-মাকরপুরা, নিউ উমরগাঁও-নিউ সাফালে এবং নিউ সাফালে-জওহরলাল নেহরু পোর্ট অথরিটি (জেএনপিএ)দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের সঙ্গে সরাসরি পণ্য পরিবহণের সংযোগ তৈরি করেছে।

এর ফলে আমদানি-রপ্তানি পণ্য দ্রুত পরিবহণ, লজিস্টিক খরচ কমানো এবং মুম্বইয়ের রেল নেটওয়ার্কের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রেও ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের কৃষিপণ্য দ্রুত বৃহত্তর বাজারে পৌঁছতে পারবে। বিশেষ করে ফুল, সবজি ও ফলের মতো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়া পণ্য পরিবহণের সময় কমলে কৃষকরা উপকৃত হবেন।

জেএনপিটি থেকে ভদোদরা পর্যন্ত সম্প্রতি চালু হওয়া ডাবল-স্ট্যাক কনটেনার পণ্যবাহী ট্রেনের উদাহরণও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, একটি ট্রেনের একবারের যাত্রায় ২৫০টিরও বেশি ট্রাকে পরিবহণ করা যায়এমন পরিমাণ পণ্য বহন করা হয়েছিল।

এর পাশাপাশি, কয়েক দশক ধরে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের বাইরে থাকা অঞ্চলগুলিতেও রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষ করে গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে নিউ সানন্দ (উত্তর), নিউ মাকরপুরা, নিউ উমরগাঁও এবং নিউ জেএনপিটি থেকে পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবার সূচনা করা হয়। পাশাপাশি ভদোদরা-তাণ্ডা রোডের মধ্যে নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবাও চালু করা হয়।

ছোটাউদেপুর-ধার প্রকল্পের আওতায় নির্মিত জোবাট-তাণ্ডা রোড রেলপথও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। এর মাধ্যমে আলিরাজপুরের প্রত্যন্ত ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর দেশের সড়ক, রেল, বন্দর ও মাল্টিমোডাল পরিবহণ পরিকাঠামোর বৃহত্তর সম্প্রসারণের অংশ। এর লক্ষ্য হল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ ও পণ্য পরিবহণ আরও দ্রুত, সাশ্রয়ী এবং কার্যকর করে তোলা।

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ধর্মঘটে মধ্যপ্রদেশজুড়ে ব্যাহত ওপিডি পরিষেবা, আন্দোলনে জুনিয়র ডাক্তাররাও

ভোপাল, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): স্টাইপেন্ড বৃদ্ধির দাবিতে এমবিবিএস ইন্টার্ন চিকিৎসকদের আন্দোলন মঙ্গলবার আরও তীব্র হয়েছে। তাঁদের সমর্থনে রেসিডেন্ট চিকিৎসক এবং জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (জেডিএ) আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় মধ্যপ্রদেশের সরকারি হাসপাতালগুলিতে বহির্বিভাগ বা ওপিডি পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবা চালু রয়েছে।

সোমবার ভোপালে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের বাসভবনের দিকে মিছিল করে যাওয়ার সময় পুলিশ লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেন আন্দোলনরত ইন্টার্নরা। এরপরই তাঁরা ওপিডি পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

ভোপালে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা সোমবার রাতভর কামলা পার্কে অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে যান। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যাওয়া রাস্তাগুলিতে ব্যারিকেড তৈরি করে নিরাপত্তা বাড়ায় পুলিশ।

ফায়মা ভারত-র জাতীয় মুখপাত্র ডা. আকাশ সোনি আইএএনএসকে জানান, ইন্টার্নদের দাবিদাওয়া নিয়ে গত ২৭ জুলাই উপমুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। তবে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ডা. সোনি বলেন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়। একই ধরনের সমস্যা উত্তরপ্রদেশ ও ছত্তীসগড়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আন্দোলনের প্রভাব ভোপালের হামিদিয়া হাসপাতালেও স্পষ্ট দেখা যায়। সেখানে নিয়মিত ওপিডি পরিষেবা বন্ধ থাকায় রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সমস্যায় পড়তে হয়। বহু রোগী পরামর্শ নেওয়া এবং বিভিন্ন পরীক্ষা করাতে এসে সমস্যার মুখে পড়েন।

পুলিশের কথিত লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহারের প্রতিবাদে আন্দোলনে যোগ দেয় মধ্যপ্রদেশের জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনও। জেডিএ-র মধ্যপ্রদেশ শাখার সহ-সভাপতি অনুরাগ ভারতী জানান, জেলা কালেক্টর এবং সিএমই-র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তবে নিজেদের দাবিতে অনড় রয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা।

ইন্টার্নদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে অবিলম্বে স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সময় কথিত বলপ্রয়োগের জন্য দায়ী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গান্ধী মেডিক্যাল কলেজের ডিন কবিতা সিংও জলকামান ব্যবহারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, জলকামান ব্যবহার করা ঠিক হয়নি এবং তিনিও বিষয়টি পছন্দ করেননি। কবিতা সিং জানান, তিনি ইন্টার্নদের উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভস্থল ছাড়তে অস্বীকার করেন এবং উপমুখ্যমন্ত্রীকে সেখানেই এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার দাবি জানান।

এদিকে, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা উমং সিংহার পুলিশের কথিত লাঠিচার্জ ও জলকামান ব্যবহারের নিন্দা করে বিজেপি সরকারকে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

'পাঞ্জাবে খাবারের চেয়েও দ্রুত মাদক পৌঁছয়': মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ও মন্ত্রীর গ্রেপ্তার দাবি এসএডি-কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পাঞ্জাবের সাঙ্গরুর জেলায় মাদক সংক্রান্ত সমস্যার জেরে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার ঘটনার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের পদত্যাগ এবং অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমার গ্রেপ্তারের দাবি তুলল শিরোমণি অকালি দল ও কংগ্রেস। বিরোধীদের অভিযোগ, আম আদমি পার্টি (এএপি) সরকারের আমলে রাজ্যে মাদকের অবস্থা ভয়াবহ আকার নিয়েছে এবং "খাবার পৌঁছনোর চেয়েও দ্রুত মাদক পৌঁছে যাচ্ছে" ।সাঙ্গরুরের বাসিন্দা গুলজার সিং পাঞ্জাবে মাদকের সহজলভ্যতা নিয়ে অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমার কাছে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অভিযোগ, নিজের গ্রামে 'চিট্টা'মাদক বোঝাতে প্রচলিত একটি শব্দএর ব্যাপক ব্যবহার নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন করার পর তিনি চাপ ও হুমকির মুখে পড়েছিলেন। এরপরই তিনি বিষপান করেন বলে দাবি করা হয়েছে।ঘটনাটিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেন এসএডি নেতা বিক্রম সিং মাজিথিয়া। তাঁর অভিযোগ, মাদকাসক্তির কারণে পরিবারকে রক্ষা করতে না পারায় হতাশ এক বাবা সাহস করে স্থানীয় বিধায়ক তথা অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমার কাছে বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সহানুভূতি দেখানোর পরিবর্তে অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখানো হয় বলে দাবি মাজিথিয়ার।

মাজিথিয়া বলেন, পাঞ্জাবে মাদকের পরিস্থিতি গত সাড়ে চার বছরে ক্রমশ খারাপ হয়েছে এবং গুলজার সিংয়ের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হরপাল সিং চিমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, "মৃত্যুকালীন বক্তব্য সবাই শুনেছেন। তিনি কি আইনের ঊর্ধ্বে?" গুলজার সিংয়ের চিকিৎসা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এসএডি নেতা। তাঁর দাবি, প্রথমে সাঙ্গরুর থেকে তাঁকে পাতিয়ালায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভেন্টিলেটর না থাকায় ফের সাঙ্গরুরে স্থানান্তর করা হয়। পরে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ডিএমসিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনাকে সামনে রেখে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়েও সরব হন তিনি।মাজিথিয়ার অভিযোগ, হরপাল সিং চিমাকে বাঁচাতে গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তিনি মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এএপি সরকারকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, "পাঞ্জাবে খাবারের চেয়েও দ্রুত মাদক পৌঁছে যাচ্ছে।"কংগ্রেস সাংসদ অমর সিংও পাঞ্জাবে মাদক সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুতর বলে অভিহিত করেন। তাঁর অভিযোগ, এএপি সরকারের আমলে রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা ও রাস্তায় মাদক অবাধে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মাদক নির্মূলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবের যুবসমাজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।অমর সিংয়ের দাবি, "ভগবন্ত মান ও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সরকার এই সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে।" তাঁর মতে, এই ব্যর্থতার দায় নিয়ে সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। এর আগে বিজেপিও পাঞ্জাবের এএপি সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যে মাদকের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়। তবে এএপি নেতা অনুরাগ ধান্ডা বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করে বলেন, হাজার হাজার মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে এবং তাঁরা শাস্তি ভোগ করবেন। মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত আরও কেউ ধরা পড়লে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দাবি করেন তিনি।

'মান সরকারের আমলে রমরমিয়ে চলছে মাদক ব্যবসা', দলিতের মৃত্যুকে ঘিরে পাঞ্জাবের আপ সরকারকে নিশানা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টি (আপ) সরকারের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে তীব্র আক্রমণ শানাল বিজেপি। সাংগ্রুর জেলার দলিত ব্যক্তি গুলজার সিংয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয় গেরুয়া শিবির।গুলজার সিং তাঁর গ্রামে সহজেই হেরোইন বা 'চিট্টা' পাওয়া যাচ্ছে বলে প্রকাশ্যে অভিযোগ তুলেছিলেন। এই বিষয়টি তিনি পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমার কাছেও তুলে ধরেছিলেন। অভিযোগ, মাদকের সহজলভ্যতা নিয়ে মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন তোলার পর তিনি চাপ ও ভয় দেখানোর মুখে পড়েন। এরপর বিষপান করেন তিনি।

নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব সরকার রাজ্যে মাদকের রমরমা বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভাটিয়ার দাবি, গুলজার সিং তাঁর ছেলের মাদকাসক্তির বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন এবং মাদক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। ছেলেকে মাদকমুক্ত করার চিকিৎসার খরচ চালাতে তিনি মূল্যবান সামগ্রী এমনকি নিজের সম্পত্তিও বিক্রি করেছিলেন বলে দাবি করেন বিজেপি নেতা। এর ফলে তাঁর পরিবার আর্থিক সংকটে পড়েছিল বলেও তিনি জানান।বিজেপির অভিযোগ, গুলজার সিংয়ের সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে স্থানীয় আপ নেতারা, এমনকি গ্রামের সরপঞ্চও তাঁর বাড়িতে গিয়ে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে করা মন্তব্যের জন্য তাঁকে ক্ষমা চাইতে চাপ দেন।ভাটিয়া অভিযোগ করেন, মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে স্থানীয় আপ নেতারা গুলজার সিংকে হুমকি ও মানসিকভাবে হেনস্থা করেন। পরিস্থিতির চাপে তিনি বিষপান করতে বাধ্য হন বলেও দাবি করেন বিজেপি মুখপাত্র।বিজেপির দাবি, বিষপানের পর গুলজার সিং একটি ভিডিও রেকর্ড করেন। সেখানে তিনি তাঁর মৃত্যুর পরিস্থিতির জন্য কয়েকজনকে দায়ী করার পাশাপাশি এলাকায় মাদকের সহজলভ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বলে অভিযোগ বিজেপির।

ভাটিয়া বলেন, ওই ভিডিওতে গুলজার সিং মাদকের সহজলভ্যতা এবং মাদক ব্যবসা বন্ধে সরকারের কথিত নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন।

পাঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র করে বিজেপি নেতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের তত্ত্বাবধানেই রাজ্যে মাদক ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে বলে তাঁদের অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন তোলেন, রাজ্যের যুবসমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করতে সরকার কী পদক্ষেপ করেছে।গুলজার সিং প্রকাশ্যে মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানানোর পরও তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়েও সরকারের কাছে জবাবদিহি দাবি করেন ভাটিয়া।

বিজেপি মুখপাত্র মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের পদত্যাগ দাবি করেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যখন রক্ষকের ভূমিকা পালন না করে বিপরীত অবস্থানে দাঁড়ান, তখন তাঁর ওই পদে থাকার নৈতিক অধিকার থাকে না।পাশাপাশি গুলজার সিং তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের হওয়ায় তাঁর ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইনের আওতায় কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন ভাটিয়া। অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে কি না, সেটিও জানতে চান তিনি।

গুলজার সিংয়ের মৃত্যু এবং তার সঙ্গে জড়িত অভিযোগগুলিকে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে বিজেপি পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায় নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে।

PNIET NO.F.04/MMC/MNP/ PNIT/2026-27/1057
Dt. 08/09/2026.
The Chief Executive Officer, Mohanpur Municipal Council, Mohanpur, West Tripura invites e- tender (single bid) from the eligible bidders up to 3.00 P.M of 09/09/2026 for

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No:16/MMC/MNP/ DNIeT/2026-27	13,90,753.00	27,815.00
2	DNIeT No:17/MMC/MNP/ DNIeT/2026-27	3,38,480.00	7,770.00
3	DNIeT No:38/MMC/MNP/ DNIeT/2026-27	7,79,044.00	15,581.00
4	DNIeT No:39/MMC/MNP/ DNIeT/2026-27	7,79,044.00	15,581.00

For details, visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1886/26

Chief Executive Officer
Mohanpur Municipal Council
Mohanpur, West Tripura

NOTIFICATION

It is hereby informed that the timelines for online registration and verification of fresh/renewal applications under the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) for the Academic Year 2026-27 has been extended.

The revised timelines are as follows:

ACTIVITY	REVISED TIMELINE
Opening of NSP Portal	01st June 2026
Last Date for Fresh & Renewal Application Submission	30th September, 2026
Last Date for INO-Level Verification (including Defective Applications)	15th October, 2026
Last Date for DNO/SNO/ MNO-Level Verification	31st October, 2026

All concerned are requested to complete the required process within the revised timelines.

ICA/D-939/26

Director
SCERT, Tripura

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No: 09/Div-II/AMC/2026-27 Dated: 07/09/2026

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.29/Div-II/AMC/2026-27	83,86,272.00	1,67,725.00	180 Days
2	DNIeT No.29/Div-II/AMC/2026-27	54,87,357.00	1,09,747.00	180 Days

Last date and time for document downloading/bidding: **14-09-2026 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs**
Other necessary details information cab be seen in the office hours of undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Division No.-II
Agartala Municipal Corporation.

চুরির এক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উদ্ধার, পুলিশের তৎপরতায় সাফল্য

বিলোনিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর: কলাছড়া বাজার থেকে চুরি যাওয়া একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা অভিযোগ পাওয়ার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার করল পুলিশ। দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার মৌর্য কৃষ্ণ, আইপিএস-এর তৎপরতায় এবং বিভিন্ন থানার সমন্বিত অভিযানে বিলোনিয়ার গাবুরছড়া এলাকা থেকে অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়।জানা গেছে, কলাছড়ার রামকৃষ্ণপাড়ার বাসিন্দা নয়ন রায় সোমবার রাতে মনুবাজার থানায় অভিযোগ করেন, কলাছড়া বাজার থেকে তাঁর টিআর-০৮-বি-২১৮০ নম্বরের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাটি চুরি হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অটোরিকশাটির সন্ধানে নামে মনুবাজার থানার পুলিশ।বিষয়টি দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপারের নজরে আনা হলে তিনি দ্রুত জেলার সমস্ত থানাকে সতর্ক করেন। এরপর বিভিন্ন থানার পুলিশের তৎপরতায় চুরি যাওয়া অটোরিকশাটির সন্ধান মেলে বিলোনিয়া থানার অধীন গাবুরছড়া বুদ্ধমন্দির সংলগ্ন এলাকায়। বিলোনিয়া থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে অটোরিকশাটি উদ্ধার করে।অভিযোগ পাওয়ার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে চুরি যাওয়া অটোরিকশা উদ্ধার হওয়ায় পুলিশের তৎপরতা ও আন্তঃ থানা সমন্বয়ের প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা।উল্লেখ্য, দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে মৌর্য কৃষ্ণ দায়িত্ব নেওয়ার পর জেলার বিভিন্ন থানার সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি পুলিশের তৎপরতা আরও জোরদার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

পুরাতন আগরতলা ইংরেজিমাধ্যম বিদ্যালয় পরিদর্শনে জিলা পরিষদের প্রতিনিধিদল

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল ও জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ আজ পিএমশ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর অন্তর্গত পুরাতন আগরতলা ইংরেজীমাধ্যম স্কুলটি পরিদর্শন করেন। সেই সাথে সভাধিপতি সহ জিলা পরিষদ এর প্রতিনিধি দল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা ও বিভিন্ন পরিকাঠামোগত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের নির্মীয়মান নতুন ভবনের কাজও প্রতিনিধিগণ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সভাধিপতি বিদ্যালয়ের এই নতুন ভবনের নির্মাণ কাজে নিযুক্ত পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের সাথেও মতবিনিময় করেন এবং সেইসাথে দ্রুত এই ভবন নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

উদয়পুর প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ৮ সেপ্টেম্বর: উদয়পুর প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। মঙ্গলবার উদয়পুর ছনবনস্থিত সোসাইটির কনফারেন্স হলে এই সভার আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিআরসিএস (ডেপুটি রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ) চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান বিক্রম দাস। শুরুতেই অতিথিদের পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর অতিথিদের উপস্থিতিতে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।জানা যায়, ২৯টি সমবায় সমিতি, ৩৭৬ জন সাধারণ সদস্য এবং একজন সরকারি সদস্যের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন সোসাইটির ম্যানেজার দেবাশীষ রায়বর্মন।

প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন সোসাইটির সদস্য অপুরাম সরকার। সভায় সোসাইটির সার্বিক কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় এবং ডিআরসিএস চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। সবশেষে সোসাইটির চেয়ারম্যান বিক্রম দাস বক্তব্য রাখেন। সভায় আগামী বছরের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়। পাশাপাশি আগামী দিনে সোসাইটির ব্যবসা ও পরিষেবার প্রচার-প্রসারে বর্তমান পরিচালন বোর্ড আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আলোচনায় উঠে আসে। ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সোসাইটির সদস্য-সদস্যাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল। সভাকে কেন্দ্র করে সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনাও লক্ষ্য করা যায়।

মান্দাইয়ের ২৬ ভিলেজ কমিটিতেই বিজেপির মনোনয়ন দাখিল

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: আসন্ন এডিসির ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত ২৬টি ভিলেজ কমিটি থেকেই বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। দলীয় নির্দেশিকা মেনেই সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কমিটিগুলিতে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে এদিন বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, সমাজকে আরও শক্তিশালী করতে হলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মান্দাই মণ্ডল নেতৃত্ব জানান, ভিসি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করার পাশাপাশি মানুষের স্বার্থে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাঁদের মতে, একটি শক্তিশালী ও উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে দল-মত নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এদিন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের বিভিন্ন দিক নিয়েও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মান্দাই মণ্ডলের নেতৃত্ব। আগামী দিনে নির্বাচনী প্রচার ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে বলেও জানানো হয়।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ সিপিআই(এমএল)-এর

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়ন ও তিপ্রাসা জনগণের জমির অধিকারের নামে বিজেপি নতুন করে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করল সিপিআই(এম-এল)-এর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। দলের দাবি, নির্বাচনের আগে তিপ্রাসা জনগণকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার কৌশল হিসেবেই এসব প্রতিশ্রুতি সামনে আনা হচ্ছে।

মঙ্গলবার এক প্রেস বিবৃতিতে সিপিআই(এম-এল)-এর রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার বলেন, ২০২৪ সালের ২ মার্চ দিল্লিতে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে। তাঁর প্রশ্ন, চুক্তি স্বাক্ষরের পর আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও এর কতগুলি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকি ধারাগুলি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয় কেন।

বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, চুক্তির পূর্ণাঙ্গ পাঠ, প্রতিটি ধারার বাস্তবায়নের সময়সীমা এবং আইনগত রোডম্যাপ জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। একইসঙ্গে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের জমির অধিকার সম্প্রসারণের বিষয়ে বিজেপি সরকারকে স্পষ্ট সাংবিধানিক ও আইনগত প্রস্তাব সামনে আনার দাবি জানানো হয়েছে।

সিপিআই(এম-এল)-এর অভিযোগ, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দীর্ঘদিন না হওয়ায় তৃণমূল স্তরে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ ব্যাহত হয়েছে। দলের দাবি, বর্তমানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক চাপে পড়ে তিপ্রা মথার সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করছে এবং ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ও জমির অধিকারের বিষয়টিকে নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করছে।

বিবৃতিতে সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বিল নিয়েও কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ মাশুলের মতো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সমাধানের দাবি তুলেছে দলটি।

সিপিআই(এম-এল)-এর পক্ষ থেকে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, তিপ্রাসা জনগণের ভূমি, ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও স্বশাসনের অধিকারকে কোনও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী দর-কষাকষির হাতিয়ার করা উচিত নয়। দলের বক্তব্য, নির্বাচনের আগে মৌখিক প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে লিখিত অধিকার, সাংবিধানিক নিশ্চয়তা এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রেস বিবৃতিতে সিপিআই(এম-এল)-এর রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার বলেন, "তিপ্রাসা জনগণকে আর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ধোঁকা দেওয়া যাবে না।"

শান্তিরবাজারে দুই বোলেরোর মুখোমুখি সংঘর্ষ, অল্পেতে রক্ষা দুই চালকের

শান্তিরবাজার, ৮ সেপ্টেম্বর: অতিরিক্ত গতির বলি হতে হতে অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই প্রাণ। শান্তিরবাজারের আইসক্রিম ফ্যাক্টরি সংলগ্ন এলাকায় দুটি বোলেরো গাড়ির বিকট মুখোমুখি সংঘর্ষে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুটি গাড়িই দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও, অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন দুই চালক।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওএনজিসি-তে কর্মরত একটি বোলেরো (নম্বর: টিআর০১ - এইচ - ৪৪১০) এবং একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান (নম্বর: টিআর ০৩ত্ত সিত্ত ১৫৯৩)-এর মধ্যে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সংঘর্ষের বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্ঘটনার পরপরই এই ব্যস্ততম সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়, ফলে ভোগান্তিতে পড়েন পথচলতি মানুষ ও আটকে পড়ে বহু যানবাহন।

খবর পেয়েই দ্রুত অকুস্থলে পৌঁছায় শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। তারা তৎপরতার সঙ্গে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটিকে সড়ক থেকে সরিয়ে যানজট মুক্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জিরানিয়ায় মিছিল করে বিজেপির ভিলেজ কমিটির মনোনয়ন দাখিল, উপস্থিত মন্ত্রী সুশান্ত

আগরতলা, ৯ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে মঙ্গলবার জিরানিয়া ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ভিলেজ কমিটির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে জিরানিয়ায় মিছিল বের করে বিজেপি।

জিরানিয়া ব্লকের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে জিরানিয়া আরডি ব্লক কার্যালয়ে গিয়ে পৌঁছায়। মিছিলে দলীয় প্রার্থী, কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন। পরে নির্ধারিত নিয়ম মেনে সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কমিটিগুলির জন্য বিজেপির প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়ন দাখিলের সময় উপস্থিত ছিলেন মজলিশবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন মনোনয়ন দাখিলকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, জিরানিয়া ব্লকের অন্তর্গত মাধববাড়ি, পশ্চিম বড়জলা এবং বিশ্রামবাড়িএই তিনটি ভিলেজ কমিটির জন্য বিজেপির প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। পাশাপাশি উত্তর জয়নগর ভিলেজ কমিটির জন্যও একজন বিজেপি প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা শুরু হয়েছে। মনোনয়নপর্ব শেষ হওয়ার পর আগামী দিনে নির্বাচনী প্রচার আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জিরানিয়ায় বিজেপির মিছিল ও মনোনয়ন দাখিলের মধ্য দিয়ে দলের নির্বাচনী প্রস্তুতির চিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চড়িলাম পোস্ট অফিসের ভিতর মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে জাতীয় পতাকা, উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ সেপ্টেম্বর: চড়িলাম পোস্ট অফিসের ভিতরে মাটিতে পড়ে থাকা ভারতের জাতীয় পতাকা ঘিরে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরেই পোস্ট অফিসের ভিতরে একাধিক জাতীয় পতাকা এভাবেই মাটিতে পড়ে ছিল। জাতীয় পতাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতীকের যথাযথ মর্যাদা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জানা গেছে, পোস্ট অফিসে দায়িত্বে থাকা ঋত্বিকা বিশ্বাসের চোখের সামনেই মাটিতে পড়ে ছিল জাতীয় পতাকাগুলি। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই সময় তিনি অফিসের কাজের পরিবর্তে মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ধরা পড়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা দেখতে পেয়ে পোস্ট অফিসে দায়িত্বে থাকা ঋত্বিকা বিশ্বাস মাটিতে পড়ে থাকা জাতীয় পতাকাগুলি তুলে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখেন।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। জাতীয় পতাকার যথাযথ মর্যাদা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। ফলে চড়িলাম পোস্ট অফিসের ভিতরে জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়ে থাকার ঘটনায় দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এখন দেখার বিষয়, ঘটনাটি সামনে আসার পর প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিষয়টি কীভাবে দেখে এবং জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কি না।

সুস্থ ত্রিপুরা গঠনে ফিজিওথেরাপিস্টদের ভূমিকা অনস্বীকার্য: সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: "বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস" উপলক্ষে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টস -এর ত্রিপুরা রাজ্য শাখা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিবিপি হাসপাতালের ডেপুটি এমএস কনক চৌধুরী, সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, 'একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গঠনে ফিজিওথেরাপিস্টদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। চিকিৎসা এবং শারীরিক পূর্ণ সুস্থতার মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন হিসেবে ফিজিওথেরাপি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ভিত্তিস্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।' তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপিস্টদের এই নিরলস প্রচেষ্টার তীব্র প্রশংসা করেন এবং উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্টস-এর ত্রিপুরা শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা, চিকিৎসক ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনার পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পরে

● **আটের পাতার পর** একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রাহকরা।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের পক্ষ থেকে সংস্থার এরিয়া ম্যানেজার, হাঁপানিয়া এলাকার বাসিন্দা বিমল নন্দীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় বলে জানা যায়। অভিযোগ, বিমল নন্দী ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ আরও কয়েকজনের ফোন কেটে দিয়ে পরবর্তীতে তাদের নম্বর ব্লক করে দেন। এই ঘটনায় গ্রাহকদের সন্দেহ আরও বাড়ে।

পরে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের পক্ষ থেকে ভুক্তভোগী গ্রাহকদের সমস্যা সমাধানের জন্য এক মাসের সময় চাওয়া হয়। গ্রাহকরাও আপাতত এক মাস সময় দিতে রাজি হয়েছেন বলে জানা যায়।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভুক্তভোগী গ্রাহকরা অভিযোগ করেন, পুরো ঘটনার নেপথ্যে সংস্থার এরিয়া ম্যানেজার বিমল নন্দীর ভূমিকা থাকতে পারে বলে তাদের সন্দেহ। তাদের আশঙ্কা, ঋণের টাকা পরিশোধের পরেও নথিতে বকেয়া দেখানোর পেছনে কোনও ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ভুক্তভোগীদের দাবি, এক মাসের মধ্যে তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে এবং কেন ঋণ পরিশোধের পরেও তাদের নামে বকেয়া দেখানো হচ্ছে, তার স্পষ্ট জবাব দিতে হবে। অন্যথায় তারা পরবর্তী সময়ে আইনগত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে রাজনগরে

● **আটের পাতার পর** তিনি বলেন, রক্তদান একটি মহৎ দান। এই মহৎ কাজে জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কোনও ভেদাভেদ নেই। মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহার আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সংগঠন রক্তদান কর্মসূচিতে এগিয়ে এসেছে বলেও জানান তিনি।

রক্তদানের মতো মানবিক কাজে যারা এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানান মেয়র। পাশাপাশি সমাজের সকল অংশের মানুষকে ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের শেষে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন উপস্থিত অতিথিরা। ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত এই সামাজিক কর্মসূচিকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় উদয়পুরে প্রশাসনের বিশেষ যৌথ অভিযান

উদয়পুর, ৮ সেপ্টেম্বর: জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় কোনও ধরনের আপস করা হবে নাএই কঠোর বার্তা দিয়ে মঙ্গলবার গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমায় বিশেষ যৌথ অভিযান চালাল প্রশাসন। খাদ্য সুরক্ষা বিধি মেনে ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্য দপ্তর এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি বিভাগের আধিকারিকরা একযোগে শহরের বিভিন্ন মিষ্টির দোকান ও হোটেলে আকস্মিক অভিযান চালান।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক শুভেন্দু দেববর্মার নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে উদয়পুরের গকুলপুর, রাজারবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় একাধিক মিষ্টির দোকান ও হোটেল পরিদর্শন করা হয়। গকুলপুর এলাকার তিনটি মিষ্টির দোকান এবং রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার একটি মিষ্টির দোকান ও একটি হোটেলে বিশেষভাবে তল্লাশি চালানো হয়।

অভিযান চলাকালীন বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে খাদ্য সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের চিত্র আধিকারিকদের নজরে আসে। অভিযোগ, অধিকাংশ মিষ্টির দোকানে উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেটে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ করা ছিল না। পাশাপাশি দোকানের অভ্যন্তরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যসামগ্রী তৈরি ও সংরক্ষণের অভিযোগও উঠে আসে।

পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন দোকানের ফ্রিজে সংরক্ষিত অস্বাস্থ্যকর মিষ্টি, ছানা, দইসহ বেশ কিছু খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়াও রান্নাঘর ও মিষ্টি তৈরির স্থানগুলিতে অপরিচ্ছন্নতা এবং দীর্ঘদিনের পুরনো খাবার মজুত থাকার বিষয়টি আধিকারিকদের নজরে আসে।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ক্ষতিকারক ও নিম্নমানের মশলা ব্যবহারের অভিযোগও পাওয়া যায়। অভিযানের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের খাদ্য সুরক্ষা বিধি মেনে চলার পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে সতর্ক করা হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করে কোনও ব্যবসা পরিচালনা করা বরদাস্ত করা হবে না। আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে।

মুঙ্গিয়াকামিতে পুলিশের অভিযান

● **আটের পাতার পর** ডি.সি.এম সন্দীপ দেববর্মা জানান, উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা হতে পারে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে কোথা থেকে সেগুলি আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

এদিকে, আটক দুই যুবকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই নেশা পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি রাজু বৈদ্যের নেতৃত্বে এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রেলস্টেশনকে ব্যবহার করে নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের চেষ্টা রুখতে পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আটক দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের মাধ্যমে নেশা পাচারচক্রের উৎস ও এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্ধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

প্রেমিকার মৃত্যুতে আত্মহত্যার

● **প্রথম পাতার পর** শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন হৃদয় সরকার।

প্রেমিকার মৃত্যুর পর প্রেমিকের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। তবে আত্মহত্যার চেষ্টার কারণ হিসেবে প্রেমিকার মৃত্যুর শোকের বিষয়টি পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

হেজামারায় আইপিএফটি

● **প্রথম পাতার পর** নিয়ে তৃণমূল স্তরে উভয় দলের কর্মীদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সমীকরণ ও নিজেদের প্রার্থী দেওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে থাকা কর্মীদের একাংশ এই জোট মেনে নিতে পারছেন না বলেও দাবি করা হচ্ছে।

হেজামারায় আইপিএফটি নেতার উপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে শাসক জোটের অন্দরের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

চাঁদা নিয়ে হাফলংয়ে

● **প্রথম পাতার পর** পিন্টু। তাঁর দাবি, ওই রসিদে 'ধর্মনগর মিডিয়াম ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর নাম রয়েছে। রসিদে সভাপতি হিসেবে কানু চন্দ্র নাথ এবং সম্পাদক হিসেবে বিজয় দেবের নাম উল্লেখ রয়েছে বলেও তিনি জানান। বিশ্বকর্মা পূজার চাঁদা সংগ্রহের সঙ্গে ওই সংগঠনের নাম জড়িত বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তবে সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য এখনও সামনে আসেনি।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর মঙ্গলবার সকালে পিএনজি সংগঠনের কর্মকর্তারা ধর্মনগর থানায় যান বলে জানা গেছে। তাঁরা পুলিশের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

শ্রীনগরে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** শ্রীনগর আউটপোস্ট থানার সেকেন্ড অফিসার স্বপন মল্ল ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের বড় ভাই অভিজিৎ চক্রবর্তী জানান, পরিবারের সঙ্গে প্রসেনজিতের কোনও পারিবারিক অশান্তি বা ঝামেলা ছিল না। ফলে কী কারণে তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা নিয়ে পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রসেনজিতের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কী, এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ বা কারও ভূমিকা রয়েছে কি নাতা খতিয়ে দেখার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

পিএমজিপি ঋণ

● **প্রথম পাতার পর** তাঁর স্ত্রী এবং আরও এক মহিলাসহ মনোজ কুমার দে-কে আটক করা হয়। পরে তাঁদের পূর্ব মহিলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পিএমইজিপি ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার হাতেনাতে তাঁকে আটক করার পর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

চার বছরেও চালু হয়নি

● **প্রথম পাতার পর** তাঁদের দাবি, দীর্ঘ চার বছর ধরে বন্ধ থাকা হিমঘরটি অবিলম্বে চালু করে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হোক।

পানীয় জলের দাবিতে সড়ক

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেও দাবি আন্দোলনকারীদের।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, গ্রাম প্রধান, বুথ সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে।

এদিনের অবরোধ থেকে এলাকাবাসীর দাবি, জেলা প্রশাসন এবং ডিডব্লিউএস দপ্তর দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার পাশাপাশি পাইপলাইন বসানোর কাজের মান খতিয়ে দেখুক। একইসঙ্গে অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

রাজ্য সরকারের

● **প্রথম পাতার পর** ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, উন্নত হাসপাতাল পরিষেবা, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, কৃষক ও কৃষির স্বার্থরক্ষা এবং উপজাতি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বামপন্থীদের সমর্থনে এগিয়ে আসুন সাধারণ মানুষ।

দিল্লিতে পিটিয়ে খুন মণিপুরের

● **প্রথম পাতার পর** পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আরও এক নাবালককে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন ভারত কুমার (১৯), প্রমোদ (২৬), রমজান খান (২২), দীপাংশু (২১), মোহন বিশ্বকর্মা (৩২), বিজয় (৩৬) এবং মান্নু (২৬)। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা বিভিন্ন ধাবা ও খাবারের দোকানে কাজ করেন।

এদিকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ইস্ট স্টুডেন্টস সোসাইটি (এন ই এস এস ডি ইউ) বিক্রম সিংয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। সংগঠনটি তাঁকে একজন সম্মানিত মণিপুরি সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে উল্লেখ করেছে।

এন ই এস এস ডি ইউ-র দাবি, অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে কয়েকজনকে মদ্যপান করে উচ্চস্বরে হৈচৈ করতে দেখে বিক্রম সিং নিচে নেমে তাঁদের শব্দ কমানোর অনুরোধ করেছিলেন। এরপরই তাঁর ওপর হামলা চালানো হয় এবং তিনি গুরুতর আহত হন বলে সংগঠনটির অভিযোগ। ঘটনাটিকে 'বিবেকহীন হিংসার ঘটনা' হিসেবে উল্লেখ করে এন ই এস এস ডি ইউ দ্রুত, নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনায় যারা দায়ী প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

পুলিশ জানিয়েছে, বিক্রম সিংয়ের ওপর হামলা এবং তাঁর মৃত্যুর পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত এখনও চলছে।

ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর** থেকে ভোররাতে নিজের ভাড়া বাড়িতে ফিরে আসে। পরবর্তীতে ঘরের ভেতর থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার দেহ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার খবর পেয়েই সাব্রুম থানার পুলিশ দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। খবর দেওয়া হয়েছে বিলোনিয়ার ফরেনসিক টিমকে। ফরেনসিক প্রতিনিধিরা এসে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করবেন।

ভোররাতের এই মর্মান্তিক ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনেরা। ঠিক কী কারণে এই ঘটনাটি ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এটি আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পশ্চিমজেলা নির্বাচনী

● **প্রথম পাতার পর** নেতা-কর্মীরা। সিপিআইএম নেতৃত্বের অভিযোগ, হেজামারা ব্লকে বামফ্রন্টের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে তিপ্রা মথা ও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে বলে দাবি দলের।

এই পরিস্থিতিতে জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জেলা শাসকের কার্যালয়ে জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে। তা সম্ভব না হলে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে সিপিআইএম।

অন্যদিকে, অভিযোগগুলির বিষয়ে প্রশাসন বা অভিযুক্ত রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। নির্বাচনকে ঘিরে মনোনয়ন পর্বে যাতে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেদিকে প্রশাসনের নজর এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দিল্লিতে উল্লাস মেলায় মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** (উল্লাস - আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাইফলং ফর অল ইন সোসাইটি — নব ভারত সাক্ষরতা কার্যক্রম) বাস্তবায়ন করে আসছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৬ সালের মধ্যে উল্লাসের অধীনে বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনী প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য নব-সাক্ষরদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা সহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যেখানে শিক্ষার্থীদের চেক বই, জমা দেওয়ার ফর্ম এবং ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবহার করা শেখানো হয়। এছাড়াও, রাজ্য "অভিজ্ঞতামূলক বাজার শিক্ষা" এর মতো উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করছে, যেখানে সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান শক্তিশালী করতে দৈনন্দিন কেনাকাটা, বিক্রি এবং মূল্য তুলনা ব্যবহার করা হয়। এর পাশাপাশি, রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষ ও নব-সাক্ষরদের মধ্যে হাত ধোয়া, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বাস্তব প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে দ্রুত সচেতনতা নিশ্চিত করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে ইউডিআইএসই অনুযায়ী, ২০১৩-১৪ সালে রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী) ড্রপআউট রেট ছিল ২.২১%। আমাদের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মৌলিক সাক্ষরতা শক্তিশালী করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমাদের সরকার ২০২৫-২৬ সালে ড্রপআউট রেট শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনতে সফল হয়েছে। একইভাবে, মাধ্যমিক শিক্ষায় (নবম ও দশম শ্রেণী), ২০১৩-১৪ সালে ত্রিপুরায় ড্রপআউট রেট ছিল ২৫.৫১%। আমাদের সরকার ২০২৫-২৬ সালে এই ড্রপআউট রেট উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে ১০.৪০%-এ নিয়ে আসতে সফল হয়েছে। আমরা আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে এই ড্রপআউট রেট সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আবারও উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের সরকার স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় ট্রানজিশন রেট (উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার হার) উন্নত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরও জানান যে সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর নির্দেশিকা অনুসারে, রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় "বোর্ড অব ওপেন স্কুলিং অ্যান্ড এক্সামিনেশন" প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছে। প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার গুণগত মানের উপর আরও ভালোভাবে নজর দেওয়ার জন্য জেলাগুলির জেলাশাসকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, জাতীয় শিক্ষা নীতির নির্দেশিকা অনুসারে, আমরা আগামী দুই বছরের মধ্যে আমাদের রাজ্যের সমস্ত ২,০৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এক বছরের প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য "বালবাটিকা" শুরু করব। এর উদ্দেশ্য হলো কোন শিশু যখন প্রথম শ্রেণীতে যাবে, তখন তাকে মৌলিক শেখার দক্ষতাগুলিতে পারদর্শী করে তোলা। আমরা একই সাথে স্কুল পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ডিজিটাল শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, নারী শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি।

এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) এবং শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী, উত্তরাখণ্ড সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. ধনসিং রাওয়াত, মিজোরাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ড. ভানলালথানা, হিমাচল প্রদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী রোহিত ঠাকুর, সিকিম সরকারের বিদ্যালয়, উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রী রাজু বাসনেট, ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব টি. কে. অনিলকুমার, ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অর্চনা অবস্থি এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিশিষ্ট অতিথি ও আধিকারিকগণ।

নাগোয়া এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন ত্রিপুরার অস্মিতা

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর: জাপানের নাগোয়া শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন ত্রিপুরার অস্মিতা দে। ভারতীয় দলের হয়ে জুডোতে অংশ নেবেন ত্রিপুরার সোনার মেয়ে অস্মিতা দে। অন্যদিকে, স্কোয়াশ খেলোয়াড় হিসেবে মহারাষ্ট্রের সুরজ চান্দ এবং অফিসিয়াল হিসেবে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তথা অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক সুজিত রায় এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে যাচ্ছেন।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লির ত্রিপুরা ভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড় মানিক সাহা অস্মিতা দে, সুরজ চান্দ এবং সুজিত রায়কে শুভেচ্ছা জানান। এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে যাওয়া ক্রীড়াবিদদের সাফল্য কামনা করেন তিনি।অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্র অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব, মেঘালয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, অরুণাচল প্রদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত সকল ক্রীড়াবিদ, কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেন, নাগোয়া এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল ভালো ফলাফল করবে এবং দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবে।

এশিয়ান গেমস : ভারতীয় দলকে সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। জাপানের নাগোয়া শহরে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলের ক্রীড়াবিদ ও অফিসিয়ালদের সম্মানে আজ দিল্লির ঐতিহ্যবাহী ''দা অশোকা'' হোটেলে এক জমকালো সেন্ড অফ সেরেমোনির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভারতের মাননীয় কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডবিয়া প্রতিযোগীদের সংবর্ধিত করেন এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীমতি পি টি ঊষা, বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের কর্মকর্তা এবং আইওএ-র উচ্চপদস্থ পদাধিকারীদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি এক মিলনমেলায় পরিণত হয়। উল্লেখ্য, সর্বমোট ৫০৩ জন অ্যাথলিট ও অফিসিয়াল সমন্বয়ে গঠিত ভারতীয় দলটি এবার এশিয়ান গেমসে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই প্রতিনিধি দলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জায়গা করে নিয়েছেন উঠতি জুডোকা অস্মিতা দে এবং অফিসিয়াল হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তথা সর্বভারতীয় টেনিস ফেডারেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি সুজিত রায়।এদিকে, সেন্ড অফ সেরেমোনির পর আজ সন্ধ্যায় দিল্লির ত্রিপুরা ভবনে এক বিশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডঃ) মানিক সাহা স্বয়ং উপস্থিত থেকে রাজ্যের সোনার মেয়ে অস্মিতা দে, অফিসিয়াল সুজিত রায় এবং মহারাষ্ট্রের স্কোয়াশ খেলোয়াড় সুরজ চান্দকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। এই সংবর্ধনা পর্বে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে, মহারাষ্ট্র অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, মেঘালয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট এবং অরুণাচল প্রদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সহ বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অ্যাথলিটদের মনোবল বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, ভারতীয় দল তাদের সেরা পারফরম্যান্স উজাড় করে দিয়ে এবার জাপান এশিয়ান গেমসে পদকের নতুন রেকর্ড গড়বে।

জেসি মেমোরিয়াল : দ্বিতীয় রাউন্ডে আজ থেকে সংহতি-জয়নগর ও ব্লাডমাউথ-স্ফূলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল তিন দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের আসর বসতে চলেছে আগামীকাল, বুধবার থেকে। টুর্নামেন্টের খেলায় অংশ নিচ্ছে রাজ্যের সেরা চারটি পরাশক্তিব্লাড মাউথ ক্লাব, সংহতি ক্লাব, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। প্রথম রাউন্ডের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ের পর এবার দ্বিতীয় রাউন্ডে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে চার দলই পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামতে প্রস্তুত।প্রথম রাউন্ডের ফলাফলের নিরিখে দলগুলোর পয়েন্ট টেবিলে ইতিমধ্যেই খাতা খোলা হয়ে গেছে। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ও ব্লাড মাউথ ক্লাবের মধ্যকার উদ্বোধনী ম্যাচটি অমীমাংসিতভাবে ড্র হলেও, প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ লিড নেওয়ার সৌজন্যে জয়নগর ৩ পয়েন্ট পকেটে পুরেছে এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবকে ১ পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। অন্যদিকে, দিনের অপর রোমাঞ্চকর ম্যাচে সংহতি ক্লাবকে চার উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে পূর্ণ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব।আগামী ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে এমবিবি স্টেডিয়ামে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের মুখোমুখি হবে সংহতি ক্লাব। একই সময়ে টিআইটি গ্রাউন্ডে আয়োজিত অপর হাইভোল্টেজ ম্যাচে লড়াইয়ে নামবে ব্লাডমাউথ ক্লাব এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। তিন দিনব্যাপী এই দীর্ঘতম ফরম্যাটের ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার পথ সুগম করতে মরিয়া সবকটি দলই। তৃতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর।

প্রেস ক্লাবে স্পোর্টস কমিটির বৈঠকে ইনডোর গেমসের দিনক্ষণ ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব-কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রেস ক্লাবের আসন্ন একাধিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর চাইনিজ চেকার ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ক্যারম সিঙ্গেলস এবং ২৮ সেপ্টেম্বর ব্যাডমিন্টন সিঙ্গেলস (পুরুষ ও মহিলা) প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। এসব প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক সদস্যদের আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আগরতলা প্রেস ক্লাবে নাম জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।বৈঠকে প্রেস ক্লাবের পরবর্তী বড় ক্রীড়া ইভেন্টগুলোর রূপরেখাও তুলে ধরা হয়। সম্ভাব্য সময়সূচি অনুযায়ী, আগামী জানুয়ারি মাসে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বহুল প্রতীক্ষিত 'আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট' অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, কনভেনার অভিষেক দে, জয়েন্ট কনভেনার সুপ্রভাত দেবনাথ ও রঞ্জন রায় সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই স্পোর্টস সাব-কমিটির উদ্যোগে সফলভাবে ইনডোর গেমসের অধীনে লুডো, দাবা এবং আউটডোর গেম হিসেবে ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হয়েছে।

টিসিএ-র এ-ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের (টিসিএ) উদ্যোগে আগামীকাল, বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে এ ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের সমস্ত ম্যাচই হবে দুই দিবসীয় ফরম্যাটে। এবারের প্রতিযোগিতায় যে চারটি দল খেতাব জয়ের লড়াইতে নামছে তারা হলো কসমোপলিটন ক্লাব, চলমান সংঘ, ইউনাইটেড বিএসটি এবং ওল্ড প্লেয়ার্স ক্লাব (ওপিসি)। টুর্নামেন্টকে ঘিরে ইতিমধ্যেই স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।আগামীকাল, বুধবার ৯ সেপ্টেম্বর এবং পরশু ১০ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে কসমোপলিটন ক্লাব ও ইউনাইটেড বিএসটি। অন্যদিকে, মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে আয়োজিত অপর ম্যাচে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামবে চলমান সংঘ এবং ওপিসি। প্রথম রাউন্ড শেষে আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় রাউন্ডের জোড়া ম্যাচ। এর পর ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের ম্যাচগুলির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে টুর্নামেন্টের বিন্যাস ও বিজয়ী দল।

অধিনায়ক হিসাবে শুভমন আরও উন্নতি করবেন, মনে করেন নেহরা ভারতের কোচ হতে আগ্রহী, বিশ্বকাপে চান রোহিত-কোহলিকেও

ভারতের অধিনায়ক হিসাবে এখনও শুভমন গিল উন্নতি করে চলেছেন। যত দিন যাবে ততই তিনি অভিজ্ঞ হয়ে উঠবেন। এমনই মনে করেন আশিস নেহরা। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি বিশ্বকাপে খেলবেন কি না তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাননি। তবে ভারতের কোচ হতে যে আগ্রহী সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে শহরে এসেছিলেন নেহরা। গুজরাতের কোচ হিসাবে গত দু'বছর শুভমনের নেতৃত্ব কাছ থেকে দেখেছেন। সেখানেই একটি টক শোয়ে হার্দিক পাণ্ড্যের সঙ্গে শুভমনের নেতৃত্বের তুলনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

নেহরা বলেন, ''শুভমন একটু চাপা, লাজুক। তাতে অসুবিধা নেই। সকলেই আলাদা হয়। ঠিক-ভুল কিছু নেই। হার্দিক পাণ্ড্যের মতো অত কথা বলতে দেখিনি শুভমনকে। তবে যা বলে সরাসরি বলে। শেখা এবং দেখার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। এখনও উন্নতি করছে। মাত্র ২৬-২৭ বছর বয়স। দীর্ঘদিন ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে না। সবে এক-দু'মরসুম গিয়েছে। নতুন কিছু শিখলে আরও উন্নতি করবে।'' গুজরাতের কোচ হিসাবে নেহরা দলকে আইপিএল জিতিয়েছেন, ফাইনালেও তুলেছেন। কোনও দিন যদি ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব আসে? নেহরার জবাব, ''উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিশ্বাসী নই। তবে ভারতের কোচ হলে সম্মানিত বোধ করব। কখনও এ ভাবে পরিকল্পনা করিনি। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়। এখন যেখানে আছি খুশিতে আছি। অনেকেই বলে গুজরাতের কোচ হিসাবে আমি দারুণ কাজ করেছি। কিন্তু আমি একা নয়। গোটা দলের অবদান রয়েছে। হ্যাঁ, ভারতের মতো দেশে কোচ, অধিনায়ককে সব কৃতিত্ব দেওয়া হয়। আমি তার বিরুদ্ধে। দলগত খেলায় শুভমন জিতেছে বা নেহরা জিতেছে বলে কিছু হয় না। গুজরাত জেতে।''

পরের বছর এক দিনের বিশ্বকাপে রোহিত এবং কোহলি খেলবেন কি না তা নিয়ে অনেক দিন ধরে জল্পনা চলছে। নেহরার সাফ কথা, ''যে কোনও খেলাতেই ২-৩ সপ্তাহ আগে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। যদি ওরা ভাল খেলে তা হলে কেন বিশ্বকাপে খেলবে না? এই ধরনের ক্রিকেটারদের বাদ দেওয়া কোনও কোচ বা অধিনায়কের পক্ষে সহজ নয়। ওরা আগে কী করেছে তা নিয়ে আলোচনা করছি। আগামী ১৩ মাস লম্বা সময়। তাই এখনই বলা মুশকিল রোহিত আর কোহলি খেলবে কি না। ওদের কাছে বয়স স্রেফ সংখ্যা।''পুরুষ দল ইংল্যান্ডে গিয়ে টেস্টে দুরমুশ হচ্ছে। মহিলা দল এশিয়া কাপে ভারতের কাছে পর্যুদস্ত। পাকিস্তান ক্রিকেটের দুরবস্থা কাটছেই না। কেন এই অবস্থা? প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার মহম্মদ ইউসুফ এখানেও টেনে আনছেন ভারতের কথা। ২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান ১০ উইকেটে হারিয়েছিল ভারতকে। সেটাই নাকি পাক ক্রিকেটের বর্তমান দুরবস্থার কারণ। কেন এরকম বললেন ইউসুফ?সব ফরম্যাট মিলিয়ে বিশ্বকাপে পাকিস্তান একবারই ভারতের বিরুদ্ধে জিতেছে। সেবার বিরাট কোহলিদের ১০ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানরা। দু'জনেই হাফসেঞ্চুরি করে অপরাজিত ছিলেন। আর সেদিন থেকেই নাকি পাক ক্রিকেটের অধঃপতন শুরু। যা নিয়ে ইউসুফ বলছেন, ''ওই ম্যাচটা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। কারণ ওই জয়ের পর খেলোয়াড়রা ভাবতে শুরু করেছিল যে, তারা বিরাট কিছু অর্জন করে ফেলেছে। এরপর তাদে কী করতে হবে, তা বুঝতে পারছিল না।''

তারপর? প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার ইউসুফের বক্তব্য, ''যখন আপনি ভালো খেলছেন, তখন আপনার বিনয়ী থাকা উচিত। যদি আপনি ওই সময় কলার উঁচু করে ঘোরেন, অন্যদের অসম্মান করেন, তাহলে সমস্যা আসবে। আর পাকিস্তান ক্রিকেটে ঠিক সেই সমস্যাই এসেছে।'' ইংল্যান্ডে জোড়া টেস্ট হারের পর ৭ ক্রিকেটারকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে পাক বোর্ড। আপাতত ইংল্যান্ডে বাবরদের ফোন বাজেয়াপ্ত।এগুলোকে সমর্থন করেন ইউসুফ। পুরনো প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ''২০২১-এ সবাই নেতা হয়ে উঠতে চেয়েছিল। তারপর থেকে গত পাঁচবছর পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা ভয়াবহ। পিসিবি তো আপনাদের সমর্থনই করে এসেছে। কিন্তু কোনও ক্রিকেটারই এগিয়ে এসে দায়িত্ব নেয়নি। এবার পিসিবি'কে বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ নিতেই হত।''বিশ্বকাপ বা এশিয়া কাপের মতো প্রতিযোগিতার বাইরেও কি এবার মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত ও পাকিস্তান? অন্তত তেমনটাই পরিকল্পনা করেছে আইসিসি। পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তিন বা চার দেশকে নিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের ভাবনা করেছে জয় শাহের সংস্থা। সেখানেই খেলার প্রস্তাব দেওয়া হবে ভারত ও পাকিস্তানকে।২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠক রয়েছে। সেখানেই ২০২৭-২০৩১ সালের সূচি নিয়ে আলোচনা হবে। জানা গিয়েছে, সেই সময় ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় বা চতুর্দেশীয় প্রতিযোগিতা করা যায় কি না, সেই আলোচনা করা হবে।১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এ রকম বেশ কয়েকটি ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেলেছে ভারত ও পাকিস্তান। ২০০৮ সালের জুন মাসে শেষ বার ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একটি ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা খেলেছিল।২০০৮ সালে ভারতের মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেনি ভারত। তবে এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল।ভারত অবশ্য আইসিসির এই প্রস্তাবে রাজি হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বরাবর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে চলে। ফলে ত্রিদেশীয় বা চতুর্দেশীয় প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত দল পাঠাবে কি না, তা নিশ্চিত নয়।

অকালে অবসর নিতে হয়েছিল কোহলির জন্য !

মুম্বই: ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন তারকা সুরেশ রায়না বড় মন্তব্য করলেন। বিরাট কোহলির অধিনায়ক থাকাকালীন টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ পড়া নিয়ে তিনি নীরবতা ভেঙেছেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়ার সঙ্গে কথোপকথনে বড়সড় বোমা ফাটিয়েছেন রায়না। ভারতের হয়ে ২২৬টি ওয়ান ডে এবং ৭৮টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন রায়না। তিনি ১৮টি টেস্টেও খেলেছেন, তবে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে নিয়মিত দলের অংশ ছিলেন। ২০১৮ সালে শেষবার ভারতের হয়ে খেলেন তিনি। রায়না বলেন, মহেন্দ্র সিংহ ধোনির পর বিরাট কোহলি যখন টিম ইন্ডিয়া-র অধিনায়কত্ব নেন, তখন নির্বাচনী পদ্ধতিতে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। রায়না বলেন, 'আমি এবং যুবরাজ, দু''জনেই শুরুতে াদ্র-াদ্র ঠত্রন্ঠ-এ ফেল করেছিলাম। পরে আমরা াদ্র-াদ্র ঠত্রন্ঠ পাশ করি। ঘরোয়া ক্রিকেটে আমরা রানও করেছিলাম, কিন্তু তবুও টিম ইন্ডিয়া-তে ফেরা হয়নি। আমি অধিনায়ক এবং কোচকে প্রশ্ন করেছিলাম, যখন আমরা ফিটনেস টেস্টে পাশ করে ফেলেছি, তখন আমাদের দলে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না কেন! কিন্তু কেউই স্পষ্ট উত্তর দেয়নি।' রায়না স্বীকার করেছেন, ২০১৯ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপে না নির্বাচিত হওয়াই তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট ছিল। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ক্যাপ্টেন নিজের মতো করে প্লেয়ার বেছে নেন, টিম গড়েন, কিন্তু আমার মনে হয়, আমি এবং যুবরাজ দলে থাকলে দল আমাদের অভিজ্ঞতার সুবিধা পেত। নির্বাচকেরা আলাদা ব্যাটার এবং আলাদা উইকেটকিপারকে সুযোগ দিয়েছিলেন। ফলে আমাদের দু'জনেরই বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়।' উল্লেখ্য, রায়না মাত্র ৩৩ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। ২০২০ সালের ১৫ অগাস্ট ধোনির অবসরের কিছুক্ষণ পরই রায়না-ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান। রায়না-র এই মন্তব্য অনেক প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। আরও অনেক খেলোয়াড়ও বিরাট কোহলি-র অধিনায়কত্বের সময় নির্বাচনী পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

চ্যাম্পিয়নস লিগের এ মৌসুমে যে নতুন নিয়মগুলো চালু হচ্ছে

চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের লিগ পর্ব শুরু হচ্ছে আজ। ইউরোপের এই সেরা ক্লাব প্রতিযোগিতায় এবার যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি নতুন নিয়ম। এর অনেকগুলোই অবশ্য ইউরোপের শীর্ষ ঘরোয়া লিগগুলোতে এরই মধ্যে চালু হয়ে গেছে। দেখা গেছে সর্বশেষ বিশ্বকাপেও। তবে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে এই নিয়মগুলো চালু হচ্ছে এবারই প্রথম।

* ম্যাচে অহেতুক সময়ক্ষেপণের বিষয়ে একেবারেই ছাড় দেবে না চ্যাম্পিয়নস লিগ কর্তৃপক্ষ। চলতি মৌসুমে ইউরোপের শীর্ষ ঘরোয়া লিগগুলোতে চালু হওয়া কঠোর নিয়মগুলো এবার প্রয়োগ করা হবে ইউরোপ—সেরার মঞ্চেও।

* বদলি হওয়া কোনো খেলোয়াড়কে মাঠ ছাড়তে হবে মাত্র ১০ সেকেন্ডের মধ্যে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনি মাঠ ছাড়তে না পারলে, বদলি খেলোয়াড়কে বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। প্রথমবার খেলা থামার পর অন্তত এক মিনিট অতিবাহিত হলে তবেই মাঠে নামতে পারবেন সেই বদলি খেলোয়াড়।

* একইভাবে থ্রো-ইন কিংবা গোলকিক নেওয়ার সময় খেলোয়াড়দের দ্রুত খেলা শুরুর জন্য রেফারি পাঁচ সেকেন্ডের কাউন্টডাউন দিতে পারবেন। যদি কোনো দল কাউন্টডাউনের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে প্রতিপক্ষ থ্রো-ইন পেয়ে যাবে। আর গোলকিকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ে কিক নিতে না পারলে প্রতিপক্ষ দল সরাসরি কর্নার কিক পেয়ে যাবে।

* মাঠে কোনো খেলোয়াড় চোট পেয়ে চিকিৎসার জন্য ফিজিওর সাহায্য নিলে, তাকে অন্তত এক মিনিটের জন্য মাঠের বাইরে অবস্থান করতে হবে। তবে গোলকিপারদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এ ছাড়া ফাউলের শিকার হয়ে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে যদি লাল বা হলুদ কার্ড দেখতে হয়, তবে সেই চোট পাওয়া ফুটবলারকে বাইরে থাকতে হবে না।

* ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভিএআরের কার্যক্ষেত্র বাড়িয়ে নতুন কিছু ক্ষেত্র যুক্ত করেছে উয়েফা। এখন থেকে ভুল ফুটবলারকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিএআরের সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সুযোগ রয়েছে। যদি মূল রেফারি কোনো অপরাধের জন্য ভুল খেলোয়াড়কে কার্ড দেখান, তবে ভিএআর তা সংশোধন করে দিতে পারবে। তবে অপরাধটির ওপর পুনর্মূল্যায়ন করা যাবে না।

* পাশাপাশি ভুলবশত কাউকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেওয়া হলে, সে ক্ষেত্রেও ভিএআর বুথ থেকে রেফারিকে পিচসাইড মনিটরে গিয়ে দৃশ্যটি আবার দেখার পরামর্শ দেওয়া যাবে।

* কর্নার বা ফ্রি-কিক নেওয়ার ঠিক মুহূর্তে আক্রমণকারী দলের ফাউল এবং গোলকিক থেকে তৈরি হওয়া সম্ভাব্য হ্যান্ডবল—সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূর করতেও ভূমিকা রাখবে ভিএআর।

* প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা বলার সময় হাত বা জার্সি দিয়ে মুখ ঢেকে রাখলে সরাসরি লাল কার্ড দেখানোর নিয়ম করেছে ফিফা। তবে উয়েফা জানিয়েছে, তারা ফিফার মতো সরাসরি লাল কার্ডের পথে হাঁটবে না। কোনো খেলোয়াড় যদি অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের উদ্দেশ্যে মুখ ঢাকেন, তবে রেফারি তাকে হলুদ কার্ড দেখাতে পারবেন। ম্যাচ শেষে তদন্তের পর শাস্তির সুযোগ তো থাকছেই।

* আগের নিয়ম অনুযায়ী গ্রুপ পর্বে তিন হলুদ কার্ড দেখলে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পোহাতে হতো। নতুন নিয়মে ফুটবলারদের কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে চারটি হলুদ কার্ড পাওয়ার পর প্রথম এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা আসবে। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব শেষ হওয়ার পরপরই সব হলুদ কার্ডের হিসাব মুছে যাবে। অর্থাৎ সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে সরাসরি লাল কার্ড না পেলে ফাইনাল ম্যাচ মিস করার কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

ভারত সিরিজের দু'মাস আগেই রোহিত-কোহলিকে নিয়ে চিন্তা শুরু নিউ জিল্যান্ডের, দু'জনেই খারাপ খেলুন, চাইছেন স্যান্টনার

পরের মাসে নিউ জিল্যান্ড সফরে যাবে ভারতীয় দল। তিন ফরম্যাটেই সিরিজ খেলবে সে দেশে। তবে এক দিনের সিরিজ নিয়ে বেশি চিন্তায় নিউ জিল্যান্ড। কারণ সেই ফরম্যাটে খেলবেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। নিউ জিল্যান্ডের অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার চাইছেন যাতে দুই ক্রিকেটার ভাল খেলতে না পারেন।৪ নভেম্বর প্রথম এক দিনের ম্যাচ রয়েছে। তার দু'মাস আগে স্যান্টনার বলেছেন, ''কঠিন সিরিজ হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই আমরা দেখেছি ওরা দু'জনে কত ভাল ক্রিকেটার। এক দিনের ক্রিকেটে দাপট দেখিয়েছে। অতীতে দেখেছি নিউ জিল্যান্ডের পিচ ওদের কাছে বিশেষ পছন্দের। আশা করি এ বার যেন তা না হয়।''২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য নিউ জিল্যান্ড সিরিজ ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এর পর কিউয়িরা ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলবে। স্যান্টনারের স্পষ্ট কথা, দেশের মাটিতে ভারতকে হারাতেই হবে। কিউয়ি অধিনায়ক বলেছেন, ''ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটা ম্যাচের পর শ্রীলঙ্কা আসবে। তার পরে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে প্রস্তুতির লক্ষ্যে যাব। কিন্তু সবার আগে ভারতকে হারাতেই হবে। কাজটা করতে পারলে দারুণ হবে। পরের বছর অক্টোবরের দলটা কেমন হবে সেটা দ্রুত বুঝে নিতে হবে।''শেষ বার দু'দলের টেস্ট সিরিজে এ দেশে এসে ভারতকে চুনকাম করেছিল নিউ জিল্যান্ড। দেশের মাটিতেও কি তারা পারবে? স্যান্টনার বলেছেন, ''দ্রুত মানিয়ে নেওয়াই আমাদের আসল কাজ। ভারতের দলটা নতুন। অনেকেই প্রথম বার নিউ জিল্যান্ডে খেলবে আসবে। এখানকার বিদেশি পিচে খেলার অভিজ্ঞতা প্রথম হবে। তাই এখানে এসে নিজেদের প্রমাণ করার তাগিদ ওদের মধ্যে বেশি থাকবে।''তিনি আরও বলেছেন, ''ওদের দলটা দেখুন। অনেক ভারসাম্য রয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহের মতো ক্রিকেটার বোলিং বিভাগের নেতৃত্ব দেবে। মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ রয়েছে। রবীন্দ্র জাডেজা, মানব সুতারের মতো স্পিনার রয়েছে। চতুর্থ পেসারও থাকতে পারে। আশা করি দুর্দান্ত একটা সিরিজ হতে চলেছে।''২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য নিউ জিল্যান্ডের কাছে এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ। এর পর কিউয়িরা ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলবে। স্যান্টনারের স্পষ্ট কথা, দেশের মাটিতে ভারতকে হারাতেই হবে। কিউয়ি অধিনায়ক বলেছেন, ''ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটা ম্যাচের পর শ্রীলঙ্কা আসবে। তার পরে সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে প্রস্তুতির লক্ষ্যে যাব। কিন্তু সবার আগে ভারতকে হারাতেই হবে। কাজটা করতে পারলে দারুণ হবে। পরের বছর অক্টোবরের দলটা কেমন হবে সেটা দ্রুত বুঝে নিতে হবে।'' আফগানদের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে ফিটনেস টেস্টে পাশ করলেন সুন্দর। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন মাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারতীয় ক্রিকেট দলভারতীয় স্কোয়াডে রয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তার আগে ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন বাঁহাতি অলরাউন্ডার। হর্ষিত রানা ও নীতীশ কুমার রেড্ডির ফিটনেস রিপোর্টও খুব দ্রুত পাওয়া যাবে বলে আশা রাখা হচ্ছে। এদিকে, ভারতীয় পেস আক্রমণের মূল অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহ ৯ সেপ্টেম্বর ম্যাচ সিমুলেশনের মধ্য দিয়ে যাবেন। ৯ সেপ্টেম্বর হর্ষিত, নীতীশ, বুমরা প্রত্যেকেই দলে অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চোটের জন্য ইংলান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তৃতীয় ও শেষ ওয়ান ডে মাচটি খেলতে পারেননি সুন্দর। এরপর জিম্বাবোয়ে সফর ও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২ টেস্টের সিরিজেও তিনি দলের বাইরে ছিলেন।দীর্ঘদিন আগেই চোটের জন্য ভুগছেন হর্ষিত রানা। তিনি ইংল্যান্ড সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজের সময়ই চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন কেকেআরের হয়ে আইপিএল খেলা এই তরুণ পেসার। ওয়ান ডে সিরিজেও খেলতে পারেননি। জিম্বাবোয়ে ও শ্রীলঙ্কা সফর মিস করার পর অবশেষে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি টোয়েন্টি স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ চলাকালীন নীতিশ কুমার রেড্ডি কোয়াড্রিসেপসের চোট পান। এর ফলে ইংল্যান্ড ও জিম্বাবোয়ে সফর পুরোপুরি মিস করেন তিনি। ২০২৫ সালের জানুয়ারির পর এবারই তিনি প্রথম নিজের টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবেন।অনদিকে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন দলের সবচেয়ে বড় তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহও। ফলে শ্রীলঙ্কা সফর থেকে তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছিল। ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে জাপান যাওয়ার আগে, ২০২৬ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এটিই হতে চলেছে জসপ্রীত বুমরাহের প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচ।

প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথে ত্রিপুরাকেও ডিজিট্যাল ত্রিপুরা তৈরী করার কাজ চলছে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে রাজ্যবাসীর কাছে স্বচ্ছ এবং দ্রুত বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। নেক্সট জেন এইচআরএমএস এমনই একটি পরিষেবা। এই ডিজিট্যাল পরিষেবা বিভিন্ন সরকারি কাজ আরও আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর করার পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও গতি বাড়াতে ভূমিকা নেবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে নেক্সট জেন এইচআরএমএস এর উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের দেশকে ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া করতে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছেন। প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথে ত্রিপুরাকেও ডিজিট্যাল ত্রিপুরা তৈরী করার কাজ চলছে। রাজ্যে প্রতিটি সরকারি দপ্তরে ই-অফিস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, নেক্সট জেন এইচআরএমএস ব্যবস্থায় একজন সরকারি কর্মচারির তাঁর চাকরির প্রথমদিন থেকে শুরু করে চাকরি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় এই ব্যবস্থাপনায় নথিভুক্ত থাকবে। এই ব্যবস্থাপনার ফলে একজন কর্মচারি অবসরে গেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্ভুলভাবে তাঁর পেনশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। একজন কর্মচারি অনলাইনের মাধ্যমে ছুটির আবেদন করতে পারবেন এবং তা ডিজিট্যাল সার্ভিস বুকে নথিবদ্ধ থাকবে। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রী অর্থদপ্তরের আধিকারিক এবং কর্মচারিদের অভিনন্দন জানান। আজ এই অনুষ্ঠানে নিউ পেনশন প্রপোজাল রুলস বুক ও ডিডিও''র হ্যান্ড বুক এবং কয়েকটি মডিউলের এর উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় সহ অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানে অর্থ দপ্তরের সচিব ড. প্রশান্ত কুমার গোয়েল ডিজিট্যাল পরিষেবা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, নেক্সট জেন এইচআরএমএস ব্যবস্থাপনার ফলে প্রতিটি সরকারি কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ড. আকিঞ্চন সরকার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল শৈলেন্দ্র বিক্রম সিং, অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল রনেন্দ্র সরকার এবং সিনিয়ার ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল তনুশ্রী বিশ্বাস। এছাড়াও অনুষ্ঠানে নেক্সট জেন এইচআরএমএস এর বিষয়ে একটি তথ্যচিত্রও দেখানো হয়। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ অর্থদপ্তর এবং এনআইসি''র কর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াইয়ে দোকানে পুলিশের অভিযান, জব্দ প্রায় ১১০ প্যাকেট শব্দবাজি

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং অবৈধভাবে শব্দবাজি বিক্রি ও মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে খোয়াই থানার পুলিশ। এরই ধারাবাহিকতায় খোয়াই ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১১০ প্যাকেট শব্দবাজি জব্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, খোয়াই শহরের বিভিন্ন দোকানে পর্যায়ক্রমে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। মঙ্গলবার এই অভিযানের অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন বিজয় দাসের দোকানে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় দোকান থেকে প্রায় ১১০ প্যাকেট শব্দবাজি উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিয়মবহির্ভূতভাবে শব্দবাজি বিক্রি কিংবা মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। শহরের বিভিন্ন দোকানে আগামী দিনেও পর্যায়ক্রমে তল্লাশি চালানো হবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থে অবৈধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযানকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

পুরাতন আগরতলার ডি-ব্লকে চার ভিসিতে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরাতন আগরতলার ডি-ব্লকের অন্তর্গত চারটি ভিসি, রাধামোহনপুর, পশ্চিম রাধামোহনপুর, বর্ধমান ঠাকুরপাড়া ও ধূপছড়ায় শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রস্তুতি।

মঙ্গলবার এই চারটি ভিসির জন্য বিজেপির পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেন চার প্রার্থী। রাধামোহনপুর ভিসিতে বিনয় দেববর্মা, পশ্চিম রাধামোহনপুর ভিসিতে সোমা দেববর্মা, ধূপছড়া ভিসিতে মোনাক দেববর্মা এবং বর্ধমান ঠাকুরপাড়া ভিসিতে বুদ্ধলক্ষ্মী দেববর্মা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

খয়েরপুর বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত এই চারটি ভিসিতে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন খয়েরপুর মণ্ডল সভাপতি রাজেশ ভৌমিক। তাঁর নেতৃত্বেই প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল এবং জনজাতি মণ্ডল সভাপতি ভবরঞ্জন দেববর্মা। মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক তৎপরতাও ক্রমশ বাড়ছে।

বিদ্যুতের বিভিন্ন চার্জ প্রত্যাহার ও স্মার্ট মিটার বন্ধের দাবিতে সরব ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার এবং স্মার্ট মিটার বন্ধের দাবিতে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন সরব হয়েছে। আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনের দপ্তরে গিয়ে কমিশনের সদস্যের হাতে ডেপুটেশন তুলে দেন।

সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, বর্তমানে কমিশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের কাছে তাঁদের দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের মূল দাবি, সরকার যেহেতু বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুলের ১০০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলে ওই বর্ধিত মাশুল আর রাখা যাবে না। তাঁদের দাবি, বর্ধিত মাশুলের টাকা সরকার সরাসরি ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে মিটিয়ে দিক। এর ফলে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলে বর্ধিত মাশুল দেখানোর প্রয়োজন হবে না এবং সাধারণ মানুষও স্বস্তি পাবেন। পাশাপাশি স্মার্ট মিটার জোর করে বসানো বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি। তাদের বক্তব্য, গ্রাহকদের ইচ্ছার ভিত্তিতে প্রিপেইড অথবা পোস্টপেইড মিটার বেছে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রিপেইড মিটার বাধ্যতামূলক করার জন্য টিএসইসিএল-এর পক্ষ থেকে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, তারও বিরোধিতা করেছে সংগঠনটি।

সংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক কমিশনই বিদ্যুৎ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ। তাই কমিশনের সদস্য তথা চেয়ারপার্সনের কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে মোট সাত দফা দাবি জানানো হয়েছে।

গ্রাহকদের স্বার্থে বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, মিটার ব্যবস্থায় গ্রাহকদের পছন্দের স্বাধীনতা এবং জোরপূর্বক স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধের মতো দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর করার জন্য কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন।

যুবরাজনগরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিতরণের অভিযোগ, চাঞ্চল্য

ধর্মনগর, ৮ সেপ্টেম্বর: শিশুদের জন্য নির্ধারিত মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিতরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর থানার অধীন যুবরাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ যুবরাজনগরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিশুদের অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিভাবকদের অভিযোগ, গত ৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ যুবরাজনগর ১ নম্বর ওয়ার্ডের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের আওতাধীন শিশুদের অভিভাবকদের ডেকে এনে শিশুদের জন্য ওষুধ বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে ওষুধের বোতলে উল্লেখিত মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ পরীক্ষা করে তারা দেখতে পান, বিতরণ করা ওষুধগুলোর মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ওষুধ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলখালি সাব-সেন্টারের এমপিডব্লিউ মনিষ নাথ, স্থানীয় আশা কর্মী কয়রুন নেছা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মাম্পী দেবনাথ।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর শিশুদের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ও আতঙ্ক দেখা দেয়। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এক অভিভাবক বার্তা দিয়ে অন্য অভিভাবকদের সতর্ক করেন। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ কোনোভাবেই শিশুদের না খাওয়ানোর জন্য তিনি সকলকে সতর্ক করে দেন। তবে অভিযোগ ওঠার পরও সংশ্লিষ্ট এমপিডব্লিউ বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বলে দাবি অভিভাবকদের। শিশুদের মতো সংবেদনশীল বয়সের ক্ষেত্রে ওষুধ বিতরণে এমন গাফিলতির অভিযোগ ঘিরে স্বাস্থ্য বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন দক্ষিণ যুবরাজনগরের বাসিন্দারা।

তিন বছরের ব্যবধানে একই পরিবারের দুই যুবকের অকালমৃত্যু, দুই শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: একই পরিবারের পরপর দুই সন্তানের অকালমৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মেলাঘর চর এলাকায়। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে দুই ছেলেকে হারিয়ে কার্যত ভেঙে পড়েছেন মালেক মিয়া ও তাঁর স্ত্রী। যে বয়সে সন্তানদের মা-বাবার পাশে থাকার কথা, সেই বয়সেই দুই সন্তানকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার।

জানা গেছে, প্রায় তিন বছর আগে মালেক মিয়ার ছোট ছেলে ৩২ বছর বয়সী মনির হোসেন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সেই শোকের ক্ষত এখনও পুরোপুরি শুকায়নি। সন্তান হারানোর যন্ত্রণা বুকে নিয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁর মা-বাবা।এরই মধ্যে ফের নেমে এল আরও এক মর্মান্তিক বিপর্যয়। গতকাল হঠাৎ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন মালেক মিয়ার বড় ছেলে ৩৯ বছর বয়সী জাহাঙ্গীর হোসেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে দ্রুত আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।জাহাঙ্গীর হোসেন মৃত্যুকালে দুই ছোট মেয়েকে রেখে গেছেন। বাবাকে হারিয়ে ওই দুই শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। একদিকে স্বামী ও দুই সন্তান হারানোর শোকে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার, অন্যদিকে দুই অবুঝ শিশুর কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ।মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে দুই সন্তানকে হারানোর ঘটনায় মালেক মিয়ার পরিবারে নেমে এসেছে শোকের কালো ছায়া। প্রিয়জনদের এমন অকালপ্রয়াণ মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনরা। মেলাঘর চর এলাকার বাসিন্দারাও এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষক দিবসে ৮ শিক্ষক ও ৪ সাংবাদিককে সংবর্ধনা

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: শিক্ষক দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছরও 'বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা'র উদ্যোগে শিক্ষক ও সাংবাদিক সংবর্ধনা ২০২৬-এর আয়োজন করা হয়। আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি সাংবাদিকদেরও সম্মানিত করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কনভেনর মনোজ রায়সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের আটটি জেলা থেকে নির্বাচিত আটজন বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্যের চারজন সাংবাদিককেও সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়। শিক্ষক ও সাংবাদিকদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি অনুষ্ঠানে শিক্ষার প্রসার, শিক্ষক সমাজের অবদান এবং সমাজে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়। সংস্থার এই উদ্যোগকে উপস্থিত অতিথিরা প্রশংসা করেন।

জেলা হাসপাতালে চালু সান্ধ্যকালীন ওপিডি

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণে বিভিন্ন সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। রাজ্যের প্রতিটি জেলা হাসপাতালে জনসাধারণের সুবিধার্থে এখন থেকে সান্ধ্যকালীন বহির্বিভাগ চালু করা হয়েছে। এই সান্ধ্যকালীন সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলে রোগীরা উপকৃত হবেন।

উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই ২০২৬ স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে গোমতী জেলা হাসপাতালের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখার পর গোমতী জেলা হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন ওপিডি বা বহির্বিভাগ চালু হয়েছিল। এবার রাজ্যের বাকি জেলা হাসপাতালগুলোতেও সান্ধ্যকালীন ওপিডি বা বহির্বিভাগ পরিষেবা চালু করা হবে। এর ফলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল, আইজিএম হাসপাতাল সহ রাজ্য স্তরের অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ কমবে।

এখন থেকে রোগীরা প্রতিটি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে (ওপিডি) বিকেল ৫টা থেকে ৮টা অবধি চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে রাজনগরে রক্তদান ও বস্ত্রদান কর্মসূচি

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: জশনে জুলুছ ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে রাজনগর বাইতুল আমান জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে রক্তদান ও বস্ত্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। রাজনগর মসজিদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এলাকার বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার, মাইনোরিটি চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, টিআরটিসি চেয়ারম্যান সমর রায়, পুর নিগমের কাউন্সিলর নিতু দে ও তুষার কান্তি ভট্টাচার্য এবং ৭ রামনগর মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য।

রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, ঈদে মিলাদুন্নবীকে সামনে রেখে প্রতিবছরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। রাজ্যে সরকার পরিচালিত ১২টি ব্লাড ব্যাংকের মধ্যে রক্তের সমন্বয় বজায় রাখতে বিভিন্ন সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে শেষ দিনে জমজমাট মনোনয়ন দাখিল, এনডিএ জোটের জয়ের দাবি বিধায়কের

কল্যাণপুর, ৮ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে জমজমাট হয়ে উঠল কল্যাণপুরের রাজনৈতিক পরিবেশ। এদিন কল্যাণপুর আরডি ব্লক অফিসে এনডিএ জোটের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

বিজেপি ও মথা দলের কর্মী-সমর্থকরা বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মনোনয়ন দাখিল পর্বে অংশ নেন। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে গোটা এলাকা কার্যত সরগরম হয়ে ওঠে। মনোনয়ন দাখিল কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে কল্যাণপুর-প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেন, উভয় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই এই জোট গড়ে উঠেছে। তাঁর দাবি, আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে এনডিএ জোটের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। পাশাপাশি বিরোধী দলগুলিও বিভিন্ন আসনে প্রার্থী দেওয়ায় বিষয়টিকে স্বাগত জানান বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনী লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই গণতান্ত্রিক পরিবেশ আরও শক্তিশালী হয় এবং প্রকৃত উন্নয়নের পথ তৈরি হয়।

এদিনের মনোনয়ন দাখিল কর্মসূচিতে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি নিতাই বল, বিজেপি নেতৃত্ব সৌমেন গুপ্ত, মথা দলের পক্ষে গৌরব দেববর্মা, মনিহার দেববর্মা-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

সব মিলিয়ে, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে কল্যাণপুরে এনডিএ জোটের মনোনয়ন দাখিল ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

নির্বাচনী ময়দানে মনোনয়নের ঢল,জমা পড়ল ১০,৯৫৮ মনোনয়নপত্র, চূড়ান্ত প্রার্থী ১০৯৩৬

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত দলভিত্তিক পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে নির্বাচনী লড়াইয়ের সামগ্রিক চিত্র। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মোট ১০,৯৫৮টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচনী ময়দানে রয়েছেন মোট ১০,৯৩৬ জন প্রার্থী।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে তিপ্রা মথা পার্টি। দলটির পক্ষ থেকে মোট ৪,৩৯০টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে চূড়ান্ত প্রার্থীর সংখ্যা ৪,৩৭১ জন।দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সিপিআই(এম)। বাম দলটির পক্ষ থেকে ২,৪৮৭টি মনোনয়নপত্র জমা পড়লেও চূড়ান্ত প্রার্থী রয়েছেন ২,৪৮৪ জন। অন্যদিকে, শাসকদল বিজেপি-র পক্ষ থেকে ১,৯৭৪টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে এবং সবকটি ক্ষেত্রেই প্রার্থিতা বহাল রয়েছে।

অন্যান্য দলগুলির মধ্যে আইপিএফটি-র পক্ষ থেকে ৪৮৬টি, কংগ্রেস-এর পক্ষ থেকে ৪৬৬টি এবং সিপিআই-এর পক্ষ থেকে ৪টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। সিপিআই-এর চারটি মনোনয়নই চূড়ান্ত হয়েছে।

এ ছাড়াও নির্দল প্রার্থী এবং অন্যান্য ছোট রাজনৈতিক দল মিলিয়ে ১,১৫১টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এই সমস্ত প্রার্থীরই চূড়ান্ত প্রার্থিতা বহাল রয়েছে বলে কমিশনের পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনী প্রচারে আরও গতি এসেছে। স্ক্রুটিনি ও মনোনয়ন প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর চূড়ান্ত প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী সমীকরণ আরও স্পষ্ট হবে। এখন নজর আগামী দিনের প্রচার, জোটের সমীকরণ এবং ভোটারদের রায়ের দিকে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ঘিরে সিপিআইএমের বিস্ফোরক অভিযোগ

মনোনয়ন জমায় বাধার দাবি

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খোয়াই মহকুমায় রাজনৈতিক উত্তেজনার অভিযোগ সামনে আনল সিপিআইএম। পদ্মবিল ও তুলাশিখর ব্লকে দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে সিপিআইএমের খোয়াই জেলা কমিটি।

খোয়াইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের জেলা সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন ব্লকে সিপিআইএমের প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও বড় সংখ্যায় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে পদ্মবিল ও তুলাশিখর ব্লকে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর আরও অভিযোগ, দুই ব্লক কার্যালয়ের সামনে তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকদের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টি, হুমকি-ধমকি এবং 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এর ফলে বিরোধী দলের প্রার্থীরা স্বাভাবিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি বলে দাবি সিপিআইএমের।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সিপিআইএমের খোয়াই জেলা সম্পাদক। তাঁর বক্তব্য, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। তাই মনোনয়নপর্বে কোনও ধরনের বাধা বা রাজনৈতিক চাপের অভিযোগ থাকলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ের বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, বাম নেতা মনোজ দাস, কানন দত্তসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পরে বকেয়া ঋণের নোটিশষ মাইক্রো ফাইনান্স অফিস ঘেরাও

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: ঋণ পরিশোধ করে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নেওয়ার পরেও বকেয়া ঋণের নোটিশ পাওয়ার অভিযোগে মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থার অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক গ্রাহক। মঙ্গলবার বিকেলে আমতলী থানার অন্তর্গত সিদ্ধি আশ্রম এলাকায় একটি মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থার ব্রাঞ্চ অফিসে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসতে হয় আমতলী থানার পুলিশকে।

ভুক্তভোগী গ্রাহকদের অভিযোগ, সিদ্ধি আশ্রম এলাকার ভিলেজ ফিনান্সিয়াল সার্ভিস নামের একটি মাইক্রো ফাইনান্স সংস্থা থেকে তারা বিভিন্ন সময়ে ঋণ নিয়েছিলেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে সংস্থার কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটও সংগ্রহ করেন তারা। কিন্তু পরবর্তীতে ওই গ্রাহকদের কাছে ফের নোটিশ পাঠিয়ে জানানো হচ্ছে যে তাদের ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়নি।

গ্রাহকদের আরও অভিযোগ, ঋণ পরিশোধ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট নথিতে বকেয়া দেখানোর কারণে তাদের ক্রেডিট রেকর্ড বা 'সিভিল' খারাপ দেখাচ্ছে। ফলে ব্যাংক কিংবা অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে নতুন করে ঋণ নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তারা।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য গত কয়েক মাস ধরে সংস্থার সিদ্ধি আশ্রমের ব্রাঞ্চ অফিসে আসা-যাওয়া করছেন বলে জানান ভুক্তভোগীরা। কারও অভিযোগ, প্রায় এক বছর ধরে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেও কোনও ফল পাননি। আবার কেউ ছয় মাস, কেউ তিন মাস ধরে অফিসে ঘুরছেন। তারপরও সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার ফের কয়েকজন ভুক্তভোগী গ্রাহক সমস্যার সমাধানের দাবিতে ব্রাঞ্চ অফিসে গেলে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সৌমেন চৌধুরীর কাছে বিষয়টি নিয়ে জানতে চান তারা। কিন্তু সন্তোষজনক কোনও উত্তর না পাওয়ায় গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামিতে পুলিশের অভিযান, ১৯৪ বোতল নিষিদ্ধ এসকফ উদ্ধার, আটক দুই যুবক

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নেশাবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে মুঙ্গিয়াকামি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বহিরাজ্যের দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মোট ১৯৪ বোতল নিষিদ্ধ এসকফ। উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি রাজু বৈদ্যের নেতৃত্বে মঙ্গলবার সকালে পুলিশ রুটিন ডিউটিতে থাকাকালীন গোপন সূত্রে খবর পায়, রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে দুই যুবক ঘোরাফেরা করছে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের গতিবিধির উপর নজরদারি শুরু করে।

পরবর্তীতে দুই যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাদের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা লক্ষ্য করে পুলিশের সন্দেহ হয়। এরপর তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডি.সি.এম সন্দীপ দেববর্মার উপস্থিতিতে ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ এসকফ উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে ১৯৪ বোতল এসকফ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 09-09-2026, 01:00